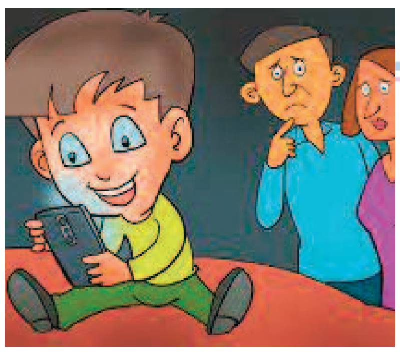

মোবাইলের রাহুগ্রাসে শিশুরা
পৃষ্ঠা-৪

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৬ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.9.2023, Vol.17, Issue No. 105, 8 Pages, Price 3.00

PM GatiShakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

দেশবাসীর জন্য উপহার

একসঙ্গে ৯টি বন্দে ভারত ট্রেন

- ০১ বিজয়ওয়াড়া-চেন্নাই
- ০২ তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই
- ০৩ কাসারগড়-তিরুভনন্তপুরম
- ০৪ জামনগর-আহমেদাবাদ
- ০৫ হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু
- ০৬ উদয়পুর-জয়পুর
- ০৭ রৌরকেল্লা-পুরী

পশ্চিমবঙ্গকে একত্রে ২টি বন্দে ভারত উপহার

রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

যাত্রার শুভ সূচনা

সুবিধা

- রাঁচি-হাওড়া এবং পাটনা-হাওড়া রুটে ইতিমধ্যে চলাচল করা সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেনের থেকেও ৬০ মিনিট আগে পৌঁছবে
- ঝাড়খন্ড এবং বিহারের মুখ্য ও বড় শহরগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর যোগাযোগের দ্রুততম মাধ্যম
- পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধি

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

রবিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটে

সময়-সারণী - রাঁচি-হাওড়া

রাঁচি-হাওড়া ⬇	স্টেশন	⬆ হাওড়া-রাঁচি
ছা. ০৫.১৫	রাঁচি	পৌঁ. ২২.৫০
০৬.১৫/০৬.১৭	মুরি	২১.৩৮/২১.৪০
০৬.৩৯/০৬.৪০	কোটশিলা	২১.১৪/২১.১৫
০৭.১৫/০৭.১৭	পুরুলিয়া	২০.৩৩/২০.৩৫
০৭.৫৬/০৭.৫৭	চান্ডিল	১৯.৫৪/১৯.৫৫
০৮.৪০/০৮.৪৫	টাটানগর	১৯.০৫/১৯.১০
১০.৩০/১০.৩২	খড়গপুর	১৭.১৮/১৭.২০
পৌঁ. ১২.২০	হাওড়া	ছা. ১৫.৪৫

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

- স্বদেশে তৈরি বন্দে ভারত ট্রেন সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিমি গতিতে চলতে পারে
- প্রতিটি আসনের নিচে চার্জিং পয়েন্ট ব্যবহারে আরো সুবিধা এবং আসন ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানোর ব্যবস্থা সহ রিক্লাইনেশন অ্যাঙ্গল বৃদ্ধির সুবিধা
- আসনের হাতলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য ব্রেল হরফে সিট নম্বর এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিশেষ শৌচালয়ের ব্যবস্থা
- বিশেষ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ইউ ভি ল্যাম্প দ্বারা সুসজ্জিত, বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা এবং বাতাস পরিষ্কার রাখতে সুনিয়ন্ত্রিত এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা
- কবচ (ট্রেন কলিশন অ্যাভয়ড্যান্স সিস্টেম) সমৃদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা
- প্রতিটি কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ইনফোটেনমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে
- এরোসল-ভিত্তিক উন্নতমানের অগ্নি-প্রতিরোধক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

সময়-সারণী - পাটনা-হাওড়া

পাটনা-হাওড়া ⬇	স্টেশন	⬆ হাওড়া-পাটনা
ছা. ০৮.০০	পাটনা	পৌঁ. ২২.৪০
০৮.১২/০৮.১৪	পাটনা সাহিব	২১.৫৫/২১.৫৭
০৮.৫৮/০৯.০০	মোকামা	২১.০৫/২১.০৭
০৯.২০/০৯.২২	লক্ষ্মীসরাই	২০.৪০/২০.৪২
১০.৫৩/১০.৫৫	জসিডি	১৯.১১/১৯.১৩
১১.৪৪/১১.৪৬	জামতারা	১৮.২৭/১৮.২৯
১২.১৫/১২.১৮	আসানসোল	১৭.৫৩/১৭.৫৬
১২.৩৯/১২.৪১	দুর্গাপুর	১৭.২৮/১৭.৩০
পৌঁ. ১৪.৩৫	হাওড়া	ছা. ১৫.৫০

DD NEWS ডিডি নিউজ চ্যানেলে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

ভারতীয় রেল

/RailMinIndia আমাদের অনুসরণ করুন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯৩৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Gautam (old name) S/o. Hemanta Gautam residing at 357/61, Rammohan Sarani, Baidyabati, Serampore, Hooghly-712222, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Samir Kumar Gautam (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Samir Gautam & Samir Kumar Gautam S/o. Hemanta Gautam উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Krishna Gautam.

নাম-পদবী

আমি Manasi Roy স্বামী রাজু রায়, সাকিম গ্রাম-নতুন পাড়া, এনআরআর সরণি, পোঃ-আসানসোল, থানা-আসানসোল (দঃ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০১, আমার নাম পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে ভুলক্রমে Manasi Roy এর পরিবর্তে Manashi Roy লেখা হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আসানসোল সমীপে ২১.০৯.২০২৩ তারিখে হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করছি যে, Manasi Roy এবং Manashi Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি অভিনাশ সিং, পিতা মনোজ সিং, ঠিকানা R-২১০/১, কটন মিল লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৪ এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে অভিনাশ কুমার সিং থেকে অভিনাশ সিং হলাম যা ভবিষ্যতে আমার সব তথ্যাদিতে গ্রহণযোগ্য হবে। অভিনাশ কুমার সিং এবং অভিনাশ সিং এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ সেপ্টেম্বর।রবিবার, ৫ ই আশ্বিন । নবমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি ।ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ।ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে ।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন ,যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন ।বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখ ানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

(স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার র শহীদ দিবস। বিশ্ব কন্যা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সন্ত্রাস দমনে বৈশ্বিক পরিকাঠামো গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ করতে হলে দরকার নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এমনই আবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে চন্দ্রযানের সাফল্যের কথাও উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

এদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'ইন্টারন্যাশনাল ল'ইয়ার্স কনফারেন্স ২০২৩'-এ বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমার আশা এই ধরনের সমাবেশ থেকে আমরা একে অপরের থেকে শিখতে পারব। সে সাইবার সন্ত্রাস হোক কিংবা অর্থ তছরুপ অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার, এর মোকাবিলায় প্রয়োজন বৈশ্বিক পরিকাঠামোর। এরকম নয়, কোনও

নির্দিষ্ট সরকার এমনটা করবে। সাধারণ আইন ও পরিকাঠামো তৈরি করা দরকার। যার সাহায্যে আমরা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব।'

সরাসরি নাম না করলেও মোদি যে চিন-পাকিস্তানকে বিঁধেছেন তাতে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে বারবার পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' তকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চিন। অন্যদিকে, প্রায় ১৫ বছর পরেও সাজা দেওয়া যায়নি মুম্বই হামলার মূল চক্রীদের। তাদের নিরাপদে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে 'জঙ্গিদের চারণভূমি' হয়ে ওঠা পাকিস্তানের।

পাশাপাশি চন্দ্রযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোদি বলেন, 'এক মাস আগে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামা প্রথম দেশ হয়েছে ভারত। ২০৪৭ সালের মধ্যেই উন্নত দেশ হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা।'

মণিপুরে ১০০ দিন পর চালু ইন্টারনেট পরিষেবা

ইম্ফল, ২৩ সেপ্টেম্বর: গত পাঁচ মাস ধরে জাতি দাঙ্গায় জ্বলছে মণিপুর। প্রায় প্রতিদিনই সেরাজ্য থেকে সংঘর্ষের খবর মিলছে। ঝরছে রক্ত। এবার অশান্তির মাঝেই ১০০ দিন পর ইন্টারনেট পরিষেবা সচল করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সকল মণিপুরবাসীকে জানানো হচ্ছে, রাজ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিল। আজ থেকে সকলের জন্য নেট পরিষেবা পুনরায় সচল করা হল।' গত ৩ মে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে মেতেই-কুকি জাতি সংঘর্ষ শুরু হয়। তার পর থেকেই ভুয়ো খবর ছড়ানো ও হিংসায় উস্কানি রুখতে বন্ধ রাখা হয় ইন্টারনেট।

এর পর ২৫ জুলাই শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মতো কয়েকটি জায়গায় শর্তসাপেক্ষে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা চালু করা হয়। কিন্তু মোবাইল নেট পরিষেবা এতদিন বন্ধই ছিল। নেট বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। বারে বারে তাঁরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন ইন্টারনেট চালু করার জন্য। উল্লেখ্য, ৩ মে 'ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ' শুরু করে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর'। মেতেইদের তপসিলি উপজাতির তকমা না দেওয়ার দাবিতেই ছিল এই মিছিল। ক্রমেই তা হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। তারপর থেকে গত পাঁচ মাসে প্রায় দুশোর ওপর মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। আহত বহু। এখনও থেকেই থেকেই মণিপুরে জ্বলে উঠছে হিংসার আগুন।

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন নাগপুরের নিচু এলাকা

নাগপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল নাগপুরের বিভিন্ন এলাকা। নিচু এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে ভারী বর্ষণে ভাসছে নাগপুর শহর। শনিবার সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত নাগপুর বিমানবন্দর এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১০৬ মিমি।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে একাধিক রাস্তা এবং জনবহুল এলাকা জলের তলায়। দুর্যোগের কারণে শনিবার স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রাখা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী

লিখেছেন, 'অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে আমবাজারি লেকের জল ফুঁসছে। লেক সংলগ্ন নিচু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের অন্য অংশও বিপর্যস্ত।' ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরাতে পুলিশ, প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

এবার ইউক্রেনকে দূরপাল্লার অস্ত্র, কামান দেওয়ার আশ্বাস আমেরিকার

কিয়েভ, ২৩ সেপ্টেম্বর: এতদিন যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়াকে জব্দ করতে স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার মিসাইল দিয়ে ইউক্রেনকে সাহায্য করছিল আমেরিকা। এবার নীতি বদলে আরও আগ্রাসী পন্থা নিল মার্কিন প্রশাসন। আক্রমণ আরও তীব্র করতে জেলেনস্কি বাহিনীকে দূরপাল্লার মিসাইল দিচ্ছে হোয়াইট হাউস। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। অস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয় দুই নেতার মধ্যে। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে ইউক্রেনকে দূরপাল্লার 'আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম' দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বাইডেন। রাশিয়া অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করতে মার্কিন প্রশাসনের কাছে এই মিসাইল দেওয়ার আর্জি রেখেছিলেন

জেলেনস্কি। অত্যাধুনিক এই ক্ষেপণাস্ত্র ৩০৬ কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। তবে এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে হোয়াইট হাউস। ইউক্রেনকে ওই দূরপাল্লার মিসাইল দেওয়ার ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি। পেন্টাগন এই খবর নস্যাৎ করে জানিয়েছে,'আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম' নিয়ে তাদের কিছু ঘোষণা করার নেই। তবে, কানাডা সফরে গিয়ে এবিষয়ে খানিক আভাস দিয়েছেন জেলেনস্কি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দূরপাল্লার অস্ত্র, কামান ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, দেড় বছর পেরিয়ে গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। রণক্ষেত্রের ছবি পালটে 'কাউন্টার অফেন্সিভ' বা প্রতি-আক্রমণ শানাচ্ছে জেলেনস্কি বাহিনী। যেখানে কিয়েভকে সাহায্য করছে আমেরিকা। পালটা মারেই হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ইউক্রেন। কয়েকদিন আগেই গুরুত্বপূর্ণ বাখমুট শহর সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে জেলেনস্কির 'লিলিপুট বাহিনী'।

নাটকের মহড়া চলাকালীন অসুস্থ তিন স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রেণি কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে নাটকের মহড়া চলছিল ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার রথতলা রাজলদী বালিকা বিদ্যামন্দিরে। তার জেরেই দমবন্ধকর হয়ে ওঠে ক্লাসরুম। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণির তিন পড়ুয়া। খবর পেয়ে অভিভাবকরা স্কুলে আসেন। তড়িঘড়ি তাদের চিকিৎসার জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও পড়ুয়াদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

এক অসুস্থ পড়ুয়ার অভিভাবিকা শুক্লা দাস বলেন, 'দরজা-জানালা বন্ধ করে নাটকের মহড়ার সময় তাঁর মেয়ে-সহ আরও তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য ওদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়।' শুক্লা দেবীর অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ হাসপাতালে আসেননি। প্রধান শিক্ষিকা ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন। এদিকে স্কুল পড়ুয়াদের অসুস্থতার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছুটে আসেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং। তাঁর ক্ষোভ, অভিভাবকরা অ্যাম্বুল্যান্সে করে পড়ুয়াদের হাসপাতালে এনেছেন। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ হাসপাতালে আসেনি। বিধায়ক পবন কুমার সিং জানান, এই বিষয়ে সোমবার তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। বিধায়ক পবনের দাবি, স্কুলের ভেতরের ঘটনা। সুতরাং স্কুল কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চৈতালি সরকার জানান, রবিবার স্যাটের পরীক্ষা থাকায় তিনি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পরে অবশ্যই অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে যাবেন। যদিও তিনি অভিভাবকদের ফোন করে পড়ুয়াদের খোঁজ নিয়েছেন। প্রধান শিক্ষিকার কথায়, তিনজন ছাত্রীর মধ্যে একজন অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর দু'জনকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে।

আজ, উদ্বোধনের আগে হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারতের টিকিটের মূল্য তালিকা প্রকাশ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, ২৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১২৩০ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে রাজ্যের চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করতে চলেছে।উদ্বোধনের পূর্বে শনিবার এই ট্রেনের টিকিটের তালিকা প্রকাশ করল পূর্ব রেল।

আপ ২২৩৪৭ বন্দে ভারত ট্রেনে পাটনা পর্যন্ত চেয়ার কার সিটের টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৫০ টাকা। যদিও এই ট্রেনের এক্সিকিউটিভ শ্রেণির টিকিটের দাম পড়বে ২৬৭৫ টাকা। ডাউন

২২৩৪৮বন্দে ভারত ট্রেনে পাটনা থেকে হাওড়া পর্যন্ত চেয়ার কার সিটের টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০৫ টাকা। যদিও এই ট্রেনের এক্সিকিউটিভ শ্রেণির টিকিটের দাম পড়বে ২৭২৫ টাকা। ট্রেনে অন্যান্য বন্দে ভারত ট্রেনের মতোই সমস্ত যাত্রী স্বাচ্ছন্দ ও একই পরিষেবা বহাল রাখা হয়েছে।

নতুন বন্দে ভারতের টিকিটের দাম প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, 'যাত্রীরা এই ট্রেনে পরিষেবা ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া পাবেন এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যে উন্নত মানের পরিষেবা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ দেয় তার সাথে এই ভাড়ার মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এই প্রিমিয়াম ট্রেন থেকে যাত্রীরা যে উৎকর্ষতা আশা করেছে সেই পরিষেবাবজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সাঁতরাগাছিতে রেলকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে রেলকর্মীর মৃত্যু নিয়ে উঠল প্রশ্ন। সূত্রের খবর রেলের সিনিয়র টেকনিশিয়ান পদে দেখাশোনার দায়িত্ব ছিলেন আন্দুল দুইলার বাসিন্দা নিরঞ্জন কিসপত্তা (৫৯)। শুক্রবার রাত্রে কাজ করে ফেরার পথে রেলের ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই রেল কর্মীর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিকরা ছুটে আসেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে জিআরপি এবং আরপিএফ আধিকারিকরা। ময়নাতদন্তের পর মৃত রেল কর্মীর দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেই রেল সূত্রে খবর। মৃত রেল কর্মীর ছেলে বলেন, ' শুক্রবার রাত ১০ টা নাগাদ কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বৃষ্টিতে পা পিছলে যায় ও তার পা পড়ে বিদ্যুতের তারের উপর। কোনওভাবে সেই তার গলাতেও লাগে। এই দুর্ঘটনা কার গাফিলতির কারণে হয়েছে সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে ওই তার ওভাবে পড়ে না থাকলে হয়ত বাবার মৃত্যু হত না।'

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন চন্দ্রবাবু নাইডু

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: হাইকোর্টে স্বস্তি মেলেনি, এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। ৩০০ কোটির দুর্নীতি মামলায় ধৃত চন্দ্রবাবু নাইডুকে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর অবধি পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই এ দিন সুপ্রিম কোর্টের আবেদন জানালেন চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্র প্রদেশের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে ৩৭১ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলাতেই চলতি মাসের শুরুতে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হন চন্দ্রবাবু নাইডু। তারপর থেকেই জেলে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের সাংসদের বিরুদ্ধে ১০ কোটির মানহানির মামলা হিমন্তের স্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল অসমের রাজনীতি। এবার কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করলেন হিমন্তের স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা। রিনিকির আইনজীবী জানিয়েছেন, এক্স হ্যান্ডলে একাধিক ভুয়ো পোস্টের জন্য গগৈয়ের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন, 'কিষাণ সম্পদ' প্রকল্পে কৃষকদের জন্য ভর্তুকি কথা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। প্রভাব খাটিয়ে ওই ভর্তুকির সুবিধা নিজের ঘরে তুলেছেন হিমন্ত। ভর্তুকি পায় হিমন্তের স্ত্রীর সংস্থা। যদিও হিমন্ত এবং তাঁর স্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভর্তুকির সুবিধা নেননি বলে জানিয়েছেন হিমন্তের স্ত্রী। যদিও পিছু হটেননি গৌরব। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রকাশ করেন। ওই লিঙ্কে সুবিধা পাওয়া সংস্থা এবং ব্যক্তির নাম রয়েছে বলে জানান তিনি। ১০ কোটি টাকা সরকারি অনুদানের অনুমোদনের কথাও বলেন।

নতুন অফিসের উদ্বোধন হল 'কম্পাস'-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ এবং চাঁদনি চক এলাকায় কম্পিউটার মার্কেটের ঠিক মধ্যস্থলে উদ্বোধন হল 'কম্পাস' (কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া)-র নতুন অফিসের। এখানে একটি অত্যাধুনিক কনফারেন্স রুম সহ ৬০জনের লোকের থাকার সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও পাঁচটি ব্যক্তিগত চেম্বার তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রতিটিতে ৫ থেকে ১০ জন লোককে হোস্টিং করা সক্ষম। কম্পাসের এই নতুন অফিস প্রাঙ্গনে ছোট এবং বড় উভয় সেমিনার পরিচালনা করার সুবিধাও রয়েছে। এরই পাশাপাশি ছোট-বড় মিটিং সম্মেলন, পণ্য লঞ্চ, প্রশিক্ষণ সেশন এবং আরও অনেক কিছু পরিচালনা করার সুবিধা আছে। আর তা করা যায় নামমাত্র মূল্যে।

এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতীতের সভাপতিগণ কে এল লালানি, অরুণ জালান, পবন

জাজোদিয়া, অলোক গারোদিয়া প্রদীপ বিয়ানি, রাজেশ সাবু, পি এল সুহাসরিয়া, সঞ্জয় ছাজের এবং বর্তমান সভাপতি নীরজ অগ্রবাল, সহ সভাপতি মনীশ লুনিয়া, সচিব অনুরাগ শরফ, যুগ্ম সচিব বিভোর খান্ডেওয়াল, কোষাধ্যক্ষ বিকাশ শেঠিয়া, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

'এম্পায়ারিং টুমরোজ মাইন্ডসঃ প্যারেন্টিং ইন এ চেঞ্জিং এডুকেশনাল ল্যান্ডস্কেপ' শীর্ষকে এক আলোচনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে অংশ নেন এমসিসিআই-র শিক্ষা পর্ষদের সহ-সভাপতি অলোক শর্মা, এমসিসিআই-এর চেয়ারম্যান সুনীল আগরওয়াল, কগনিক্স নলেজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল আগরওয়াল, বেগমপেটের হায়দরাবাদ পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ ডঃ স্কান্ড বলি, এমসিসিআই-র সভাপতি নমিত বাজোরিয়া, জেআইএস গ্রুপের অধিকর্তা সিমরপ্রীত সিং প্রমুখ। এরই পাশাপাশি কলকাতা আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের প্রধান দময়ন্তী মুখোপাধ্যায়, সংযুক্তা পোদ্দার, বেল ভু ক্লিনিক ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট স্মরণিকা ত্রিপাঠি, মডার্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দময়ন্তী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

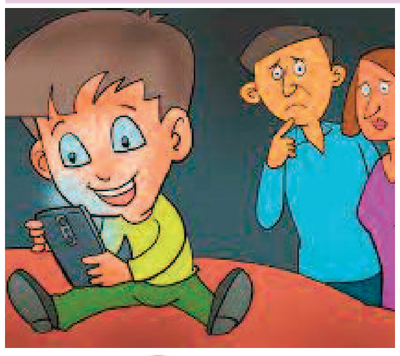

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মোবাইলের রাহুগ্রাসে শিশুরা

ক্রিকেটে বিশ্বসেরা টিম ইন্ডিয়া ৮

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৬ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.9.2023, Vol.17, Issue No. 105, 8 Pages, Price 3.00

ফের মৃত্যু এক ডেঙ্গু আক্রান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের মৃত্যু ডেঙ্গু আক্রান্তের। এ বার মৃত ১৩ বছরের কিশোরী। শনিবার এমআর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। সেখানেই মৃত্যু হয় বলে সূত্রে খবর। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম ডোনা দাস। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের বাসিন্দা। বেশ কয়েক দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল। সঙ্গে বমিও হচ্ছিল। স্থানীয় এক চিকিৎসককে দেখানো হয়েছিল। চিকিৎসা চলছিল। ২১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ডেঙ্গুর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। অভিযোগ, তার পরেও ডেঙ্গুর জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা নেননি চিকিৎসক। জ্বর এবং বমির ওষুধ দিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় ডোনা। ২টো নাগাদ তাকে বাঙুর হাসপাতালের জরুরিকালীন বিভাগে নিয়ে আসা হয়। সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার আগে জরুরিকালীন বিভাগেই মৃত্যু হয় কিশোরীর।

সফল সফরে বড় চুক্তিও হয়েছে, বিনিয়োগ আসছে

১২ দিন বিদেশ সফর শেষে ফিরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ দিনের বিদেশ সফর শেষে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মমতার বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রায় পাঁচ বছর পর বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে আনতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, 'সফর সফল। বিনিয়োগ আসছে।' তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকটা কাজ করতে পেরেছি। বড় বড় চুক্তিও হয়েছে।' এছাড়াও তিনি জানান, 'আমরা বাংলার জন্য বেশ কয়েকটি কাজ করতে পেরেছি। আমাদের সঙ্গে শিল্পপতিরা যেমন ছিলেন, তেমন মোহনবাগান-মহামেডান-ইস্টবেঙ্গলের কর্তারাও গিয়েছিলেন। বড়-বড় চুক্তিও হয়েছে। এত সফল অনুষ্ঠান খুব কম দেখেছি। প্রবাসী ভারতীয়রাও খুব খুশি হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং দুবাইতে আমরা বাণিজ্য সম্মেলন করেছি। ফিকি এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স সবটা আয়োজন করেছিল। এত সফল কর্মসূচি আমি খুব কম দেখেছি।' স্পেনের মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই; এই তিন শহর ছিল মুখ্যমন্ত্রীর গন্তব্য। তিন শহরেই পূর্বপরিকল্পনা মতো যাবতীয় কর্মসূচি হয়েছে। তিন শহরে হয়েছে তিনটি শিল্প সম্মেলন। তিন শহরেই প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন মমতা। শুধুমাত্র শিল্প বা লগ্নি আনার বৈঠকই নয়, ফুটবল এবং বইমেলাও মমতার এই সফরে বিশেষ জায়গা পেয়েছে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর দুবাই হয়ে স্পেন রওনা দেন মমতা। ১৩ তারিখ পৌঁছন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। কেন তিনি স্পেনকেই বাছলেন, কলকাতা ছাড়ার দিনই তা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'গত বইমেলায় স্পেন ছিল থিম। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম, এর পর কোথাও যদি যাই তা হলে ছোট্ট, সুন্দর দেশটায় যাব।'

রাজ্যে ডেঙ্গুর আটটি হটস্পট তিন জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগ তৈরি করেছে গোটা রাজ্যেই। প্রতি দিনই বহু মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। মৃত্যুর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বিশেষ করে রাজ্যের তিনটি জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এই তিনটি জেলায় ডেঙ্গু ভাইরাস অতি সক্রিয়। প্রায় প্রতি দিনই শতাধিক মানুষ মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ভিড় বাড়ছে হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। তিন জেলার মধ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি উত্তর ২৪ পরগনায়। যা আলাদা করে প্রশাসনকে চিন্তায় রেখেছে। তিনটি জেলায় মোট আটটি 'হটস্পট' চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। মুর্শিদাবাদের সুতি, লালগোলা, ভগবানগোলা ব্লক, নদিয়ার রানাঘাট, হরিণঘাটা ব্লক এবং উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম, বনগাঁ এবং বিধাননগরে ডেঙ্গি তুলনায় অনেক বেশি।

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার পর্যন্ত সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দু'হাজার ছাড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদের সুতি, লালগোলা এবং ভগবানগোলা ব্লককে ডেঙ্গুর হটস্পট চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মশার লার্ভা দমনে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা-ও জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। নদিয়ার পরিসংখ্যানও সন্তোষজনক নয়। রানাঘাট এবং হরিণঘাটা ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। উত্তর ২৪ পরগনায় গত এক সপ্তাহে শহর এবং গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে ১৪৬১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে উত্তর ২৪ পরগনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছ'হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুধু চলতি মরসুমেই দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ৫২০ জন। ভয় ধরাচ্ছে বনগাঁ ব্লকের পরিসংখ্যানও, মোট আক্রান্ত ৪৬৩ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় প্রতি বছরই ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যায়। অন্যান্য বারের তুলনায় এ বারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বছরের মতো এ বার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রচার তুলনামূলক কম। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

সতর্ক স্বাস্থ্য দপ্তর

ব্রিটেনে সিগারেট নিষিদ্ধ করতে চলেছেন সুনক!

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর: সিগারেট নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রিটেনের সরকারি সূত্র জানিয়েছে, শীঘ্রই সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করার ভাবনাচিন্তা করছেন সুনক। এমন কোনও নিয়ম তিনি আনতে চলেছেন, যাতে ব্রিটেনের তরুণ প্রজন্ম আর সিগারেট কিনতেই পারবেন না। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রশ্নের উত্তরে ইমেল মারফত ব্রিটেন সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁদের সরকারের লক্ষ্য হল, ২০৩০ সালের মধ্যে ব্রিটেনকে ধোঁয়ামুক্ত করে তোলা। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য নাগরিকদের সিগারেট ছাড়তে নানা ভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেন সরকার সিগারেট ছাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও করেছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা যাতে সিগারেট ত্যাগ করেন, তার জন্য তাঁদের নানা রকম প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ই-সিগারেট ব্যবহার করার জন্য নাগরিকদের উৎসাহ দিচ্ছে সুনকের সরকার। বিনামূল্য ই-সিগারেট বিলিও করা হচ্ছে সরকারের তরফে। এই ই-সিগারেট সম্পূর্ণ নিরাপদ না হলেও এতে সাধারণ সিগারেটের তুলনায় স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হয়।

আজ ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের খাতে রয়েছে আরও ২টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্য তৈরি চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে দেশজুড়ে মোট ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করতে চলেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে আরও দুটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। একটি চলাচল করবে হাওড়া থেকে পাটনার মধ্যে। অপরটি চলবে হাওড়া থেকে রাঁচির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, চতুর্থ বন্দেভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে রাজ্যবাসীরা। ২২৩৪৮/২২৩৪৭ পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন চলবে। তবে বুধবার চলবে না এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল ৮টার সময় পাটনা থেকে ছেড়ে একইদিনে হাওড়ায় পৌঁছবে দুপুর ২ টা ৩৫ মিনিটে। পুনরায় ট্রেনটি দুপুর ৩ টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে একইদিনে পাটনায় পৌঁছবে রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে। এই ট্রেনটিতে ৮টি এসি চেয়ার কার থাকছে। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, পাটনা-হাওড়া বন্দেভারত ট্রেন আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে উভয়পথে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি তার যাত্রাপথে পাটনা সাহিব, মোকামা, লক্ষ্মীসরাই, যশিডি, জামতাড়া, আসানসোল ও দুর্গাপুর স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনটিতে সফররত যাত্রীরা পাটনা থেকে হাওড়া মাত্র ৬ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে পৌঁছবে।

এদিকে এইদিনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি রাঁচি-হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন। এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে বন্দে-ভারতের পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ট্রেন ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, পর্যটক ও শিল্পোদ্যোগীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। আর এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার হাত ধরে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নয়ন আসবে।

রাঁচি-হাওড়া রাঁচি বন্দে-ভারত এক্সপ্রেস সপ্তাহে ছ'দিন চলবে। মঙ্গলবার বন্দে ভারতের পরিষেবা মিলবে না। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০৯৮ রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে রাঁচি থেকে যাত্রা করবে। ফিরতি পথে ২০৮৯৭ হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ১৫টা ৪৫ অর্থাৎ বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ৫০ মিনিটে রাঁচিতে পৌঁছবে। মাঝে পথে মুড়ি, কোটশিলা, পুরুলিয়া, চাঁদিল, টাটানগর ও খড়গপুরে এই ট্রেনটি থামবে বলে জানানো হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

সিসি ক্যামেরা বসানো শুরু হল যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশেষে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হল। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসাতে শুরু করেছে। ক্যাম্পাস এবং হস্টেল মিলিয়ে মোট ১০টি জায়গা বাছাই করা হয়েছে। সেখানেই সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। মোট সিসিটিভির সংখ্যা ২৯টি। সংশ্লিষ্ট সংস্থার ১০ জন সদস্য বৃহস্পতিবার যাদবপুরে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, যাদবপুরের মূল ক্যাম্পাস এবং সল্টলেকের ক্যাম্পাস মিলিয়ে ২৯টি সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। মূল ক্যাম্পাসে বসবে ২৬টি ক্যামেরা।

কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা বসানো হবে, আগেই তা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সিসিটিভি বসানোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রতি গেটে দু'টি করে ক্যামেরা বসানো হবে। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনও নজরদারিতে গুরুত্ব পেয়েছে। এই সিসি ক্যামেরাগুলিতে ৩০ দিনের মেমরি বা তথ্যধারণ ক্ষমতা থাকবে। মূলত, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা গাড়িগুলির নম্বরপ্লেট এবং যাঁরা ঢুকছেন, তাঁদের ছবি ক্যামেরাবন্দি করা হবে। এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।

গুজরাতে চলন্ত হামসফর এক্সপ্রেসে আগুন, চাঞ্চল্য

সুরাত, ২৩ সেপ্টেম্বর: শনিবার দুপুরে আগুন লাগে চলন্ত হামসফর এক্সপ্রেসে। গুজরাতের ভালসাদের কাছে ট্রেনে হঠাৎ আগুন ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রীর হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শনিবার তিরুচিরাপল্লি থেকে শ্রীগঙ্গানগরের দিকে রওনা দিয়েছিল এক্সপ্রেস ট্রেনটি। বলসাড স্টেশনের কাছে ট্রেনের একাধিক কামরায় আগুন দেখা যায়। খবর পেয়ে যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারাও। রেলের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ট্রেনের পাওয়ার কার বা জেনারেটর কোচেই প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের যাত্রীদের কামরায়।

বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি ঘূর্ণাবর্তের ওপর তীক্ষ্ণ নজর আবহাওয়া অফিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। সেটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ এমনকী পরে ঘূর্ণিঝড়ের রূপও নিতে পারে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে ভুবনেশ্বরে আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলেও এখনও এতোটা এগোয়নি। সবে উত্তর আন্দামান সাগরের উপরে এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এর শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ২৪ ঘণ্টায় এটি শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ এবং তারপরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই বিষয়টির দিকে কড়া নজর রেখেছে হাওয়া অফিস। শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, সেটা আর কয়েকদিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে।

তবে এদিনই মৌসম বিভাগের ডিজি মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, অক্টোবর ওডিশার জন্য একটি ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ মাস। তবে এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও ঘূর্ণিঝড়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিনি। একইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার কথাই জানান তিনি। নজর রাখতে বলেন, আইএমডি শেয়ার করা তথ্য অনুসরণের ওপর। শনিবার শহর কলকাতায় ও শহরতলির বেশ কিছু জায়গায় সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। কলকাতা ও শহরতলিতে সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হয়। এরপর দিনভর চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে শহর ও শহরতলিতে এবং একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। এদিকে প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। বিশেষ করে একেবারের উপরের দিকের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে মুশলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তুলনায় বৃষ্টি কিছুটা কম হবে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ এবার থেকে একটু একটু করে কমবে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ পাহাড় ও ডুয়ার্সে অর্থাৎ উত্তরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। কয়েকদিনের নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি জেলাগুলিতে বেশ কিছু জায়গায় ধস নামার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে পার্বত্য জায়গাগুলিতে দৃশ্যমানতাও কিছুটা কমে যেতে পারে। প্রবল বর্ষণের জেরে উত্তরের জেলাগুলিতে নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন সংসদ ভবন 'মোদি মাল্টিপ্লেক্স'

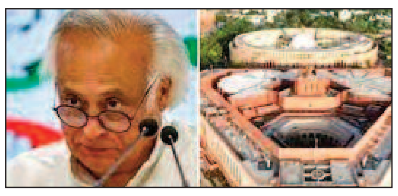

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: নতুন সংসদ ভবনের গঠন ও পরিকাঠামো নিয়ে সমালোচনায় সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, নতুন সংসদ ভবনে সাংসদদের একে অপরকে দেখতে বাইনোকুলার ব্যবহার করতে হবে দূরত্বের জন্য। কংগ্রেসের এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের নীচু মানসিকতার প্রমাণ এটা।' অন্যদিকে, এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'নতুন সংসদ ভবন নতুন ভারতের আকাঙ্খার প্রতিফলন। মোদিজির উদ্যোগে মহিলা সংরক্ষণ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর এই সংসদ ভবন মহিলা সাংসদদের ঠিকানা হয়ে উঠবে।' শনিবার সকালে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ টুইট করে লেখেন, 'এত জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্বোধন করা নতুন সংসদ ভবন আসলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যকেই তুলে ধরেছে। এটিকে মোদি মাল্টিপ্লেক্স বা মোদি ম্যারিয়ট বলা উচিত। অধিবেশনের চারদিন পরে আমি যা দেখলাম, তা হল আলোচনা ও গল্পের মৃত্যু হয়েছে-সংসদের দুই কক্ষের ভিতর ও লবিতে। যদি স্থাপত্যশৈলি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে পারে, তবে প্রধানমন্ত্রী সংবিধান না বদলেই তা করতে সক্ষম হয়েছেন। হলে একে অপরকে দেখার জন্য বাইনোকুলার ব্যবহার করতে হবে। পুরনো সংসদ ভবনে শুধু একটা মাধুর্য্যই ছিল না, পাশাপাশি এখানে আলোচনাও হত। সংসদের দুই কক্ষের মধ্যে, সেন্ট্রাল হলে যাতায়াত খুব সহজ ছিল। কিন্তু নতুন সংসদ ভবনে সেই বন্ধনই তৈরি হচ্ছে না দূরত্বের কারণে। পুরনো সংসদ ভবনে কেউ হারিয়ে গেলেও সমস্যা হত না এর বৃত্তাকার আকৃতির জন্য। কিন্তু নতুন সংসদ ভবনে হারিয়ে যাওয়ার অর্থ হল গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া। পুরনো সংসদ ভবন খোলামেলা ছিল, এই সংসদে দমবন্ধকর পরিবেশ। আমার মনে হয়, বাকি অনেক সাংসদরাও একই অনুভব করছেন। এটাই হয় যখন সংসদে যারা কাজ করেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৪ সালে সরকারের পালাবদলের পর হয়তো এই সংসদ ভবনের সদব্যবহার হবে।'

সম্পাদকীয়

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কী হচ্ছে কেউ জানে না

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ওসব দেশ থেকে আসা ৬টি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সংশোধনীটি আনার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে আগুন জ্বলে। সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করার পরের দিনই 'ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ' সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। পরে আরও ২১৯টি আবেদন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ে। আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও সেসব আবেদনের শুনানি এখনও দেশের শীর্ষ আদালতে শুরুই হয়নি। তা নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথাই নেই। তাহলে সিএএ নিয়ে প্রতিবাদে দেশ জ্বলে উঠল কেন? এত ঢক্কানিনাদ করে, বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা না করে, লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী পাস করেও গত আড়াই বছরের উপর কেন্দ্র আইনের বিধিটি রচনা করতে পারেনি। বিধি ছাড়া কোনও আইন-ই রূপায়িত করা যায় না। আইনের বিধি তৈরি করার জন্য সংসদীয় কমিটির মেয়াদ মাসের পর মাস শুধু বেড়েই চলেছে। সিএএ চালু হওয়ার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ-সহ যারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে, তাদের কাছে এখন প্রশ্ন যে, নরেন্দ্র মোদি সরকার কি আদৌ আইনটির রূপায়ণে আগ্রহী? উলটোদিকে, সিএএ-র বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলি একযোগে আপত্তি তুলেছিল। কেন প্রতিবেশী তিনটি দেশের অ-মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ধর্মীয় শ্রেণিভেদের ভিত্তিতে আইন তৈরি ভারতের সংবিধান পরিপন্থী ও দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধী বলে অভিমত ছিল অ-বিজেপি সমস্ত দলের। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্ন তুলেই সুপ্রিম কোর্টে একের পর এক মামলা হয়। অথচ বিস্ময়করভাবে গত আড়াই বছরে দেশের শীর্ষ আদালতে সেই মামলার কোনও শুনানি হতে দেখা গেল না। এতদিন বাদে যখন মামলাটি শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে এল, তখন তা আবার মাস দেড়েকের জন্য ঠান্ডা ঘরে ঢুকে গেল। বিরোধী দলগুলিও নিশ্চুপ। সিএএ যদি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে ধাক্কা দিয়ে থাকে, সাম্যের অধিকারকে খর্ব করে থাকে, তাহলে সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি করার তৎপরতা কোনও স্তরেই নেই কেন?

শাশ্বত কথা

তুমি কি শান্তি চাও? রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে কি পরিত্রাণ পেতে চাও? পরমানন্দময় ভগবানকে দেখার কি বাসনা জেগেছে? তবে নাম কর, নাম কর, নাম কর। আকাশ ভেঙে পড়ুক ধরণীতলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠুক, তথাপিও প্রিয়তম ভীত হোস না, তোকে আমি বুকে করে রক্ষা করছি। তুই কেবল আমার নাম কর। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। গুরু নাম আশ্রয়কারীর আর কোনও চিন্তা করতে হয় না, গুরু নামকে এনে দেন। গুরু নামই ভিনভাব পারাপার থেকে জীবকে উদ্ধার করেন।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

জন্মদিন

আজকের দিন

মহিন্দর অমরনাথ

১৯৪০ বিশিষ্ট সাঁতারু আরতি সাহার জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর জন্মদিন।

মোবাইলের রাহুগ্রাসে শিশুরা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

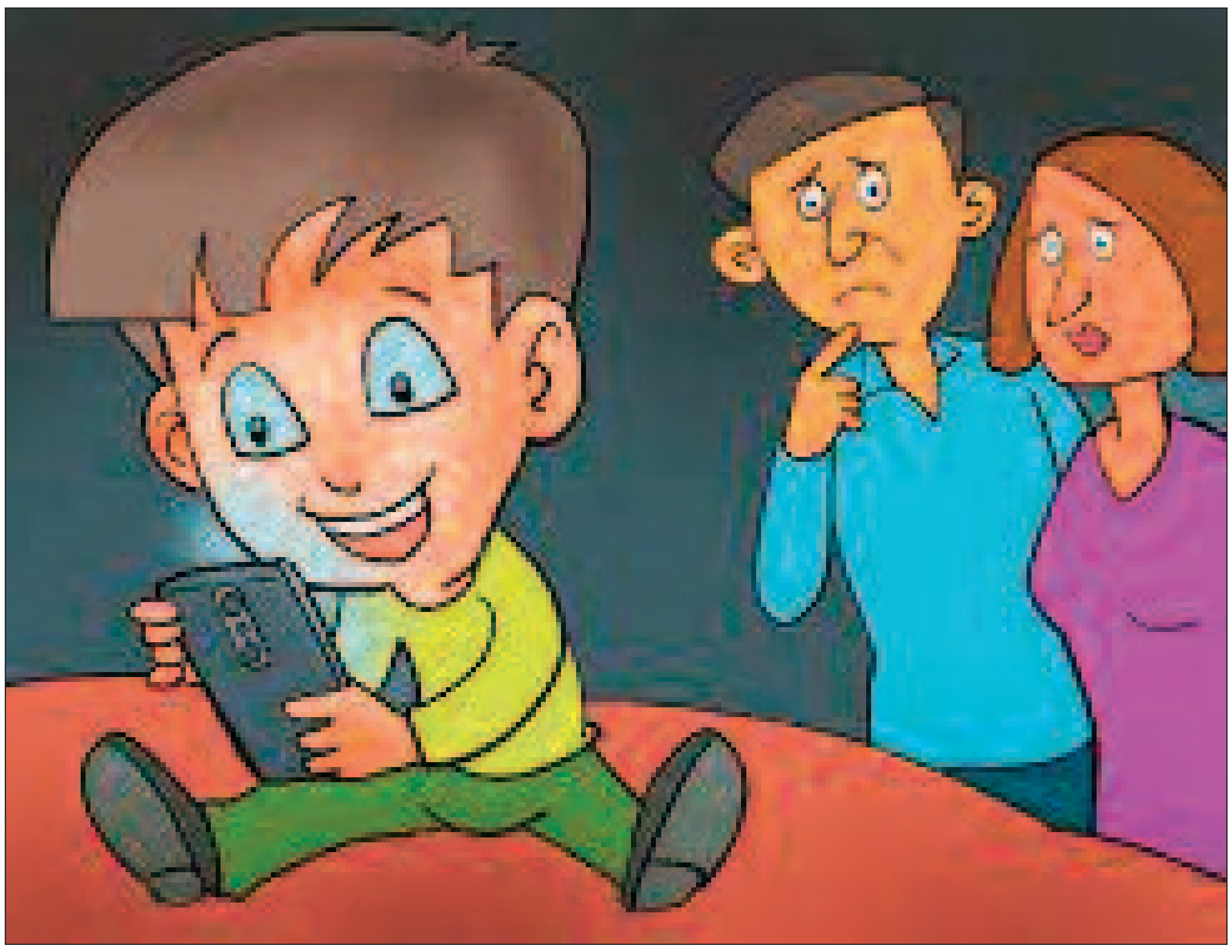

বাবাদের মন ভালো নেই। কিছুক্ষেত্রে মায়েদেরও। বলছি সন্তানদের কথা। তারমধ্যে শিশুদের। বাড়ন্ত বয়েসর কথা না হয় বাদই দিলাম। সে না হয় অন্যদিন হবে। শিশু মানে ছোটদের নিয়েই যে নাজেহাল বাবা মা' রা।অশান্তি সরি ভোগান্তির শেষ নেই। কিছুতেই যেন ট্যাকল করা যাচ্ছে না তাই এখনই আলোচনায় আসছি না বড়ো বা 'বেড়ে' দের কথায়! থাক সে কথা — বরং বলছি মোবাইলের কথা। আজকের নিবেদন ছোটদের নিয়ে। মানে সেলফোন নিয়ে। আরও সুন্দরভাবে বললে স্মার্টফোন। যেমনটা হয় আর কি। চেয়েছিলেন ছেলে/মেয়েকে মনের মত তৈরি করতে। কিন্তু হলো না। আর হবে কিনা কে জানে এই সন্দেহ আপনার মনে! কারণ লক্ষণ ভালো নয়। ছোটতেই হইচই। মানে তাতেই কি দেখি দশা! মানে মোবাইলে কোণঠাসা। খেতে, পড়তে, শুতে, ঘুরতে মানে ঠিক ঘুমিয়ে না পড়া অবধি সঙ্গী মোবাইল। মানে সেলফোন। ওটা না হলে চলে না। টিভি বাড়াবাড়ির কারণে বন্ধ রাখলেও সেলফোনে তো আর বন্ধ রাখা যায় না। কারণ সে তো এমনিতেই স্মার্ট। নামই তার স্মার্টফোন। সুতরাং, চালু রাখতে হবে। যতক্ষণ বাবারা বাড়িতে থাকে অতি কষ্টে সব সামলায়। কখনো বকে, কখনো ধমকে,কখনো ভালোবেসে,আদরে মানে যে যেমন পারে। কিছু ক্ষেত্রে মায়েরাও। কিছু ক্ষেত্রে বললাম এই কারণে কারণ খেতে, ঘুমোতে, শুতে বা অন্য কারণে মায়েরাই বাচ্চা ঠান্ডা করতে মোবাইল বা টিভি খুলে দেন। এটা হয়তো অজান্তেই। জানেন না যে বাচ্চা মানুষ করতে তারা কি ক্ষতি করছে। তা বুঝেও হয়তো বাধ্য হয়ে মোবাইল দিতে হয়। দিতেই হয়। না দিলে যে একেবারে ফাটাফাটি কান্ড ঘটে যাবে। মানে ছোটবাবু/খুঁকির রাগ কাকে বলে — মারপিট, জিনিস ভাঙা, ছুঁড়ে ফেলা কি কান্ডই না চলে। না সে সময় বোঝালেও কিছু হবে না। কারণ সেলফোনের নেশা একেবারে পাগল করে দেয়। কিন্তু কেনো এমন হলো চলুন তারই সন্ধানে আমরা ভ্রমণ করি প্রকৃত চোখ আর মন দিয়ে।

সারা বিশ্বে মোবাইল ফোন স্মার্ট হয়েছে এমনি নয়। এর উপযোগিতা নিয়ে কোনো কথা হবে না। তবে শিশু যদি অবিরত কারোর সঙ্গে কথা বলে, কারোর সঙ্গে গেম খেলা নিয়ে এর ব্যবহারকে এক অপকারিতাই নিয়ে যায় তবে তার এক্সপ্রোজার বা ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে হয়। বেশ কিছুদিন ধরে শিশুদের উপর মোবাইলের বিকিরণ প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেছে যে বেশি সময় ধরে শিশুরা ফোন ব্যবহার করার ফলে তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক গ্রোথের উপর প্রভাব পড়ছে। শিশু বা ছোটরা অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করার ফলে তাদের কান ও মস্তিষ্কের অঞ্চলে একটি অ্যান্টি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে শিশুদের কান খুব পাতলা হওয়ায় ৬০ শতাংশ রেডিয়েশন তারা শোষণ করতে পারে। এই বিকিরণ মানুষের প্রিয় বর্ধিত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে শুধু তাই নয়, এমনকি মনের স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে 'সম্ভাব্য কার্সিনোজম' ধারার অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি হিসাবেও চিহ্নিত করেছে। মোবাইল এতটাই মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে শিশুদের মনে যে গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ২ মিনিট কোনো শিশু যদি ফোনে কথা বলে তবে তার মস্তিষ্কে খুব সহজে এফেক্ট পড়ে। শিশু মেজাজ হারাতে পারে, সহজে কোনো সৃজনশীল কাজ করতে এমনকি কোনো সহজাত কাজেও মনোনিবেশ করতে পারে না। মস্তিষ্ক রক্ষার সেলগুলি শক্ত হয়ে পড়ে। কারণ ফোন থেকে সরাসরি তরঙ্গগুলি স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আচরণগত,নতুন বিষয় অবগত ইত্যাদি নানান বিষয়ে শিশু সমস্যায় পড়ে।

বেশ কিছুদিন ধরে শিশুদের উপর মোবাইলের বিকিরণ প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেছে যে বেশি সময় ধরে শিশুরা ফোন ব্যবহার করার ফলে তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক গ্রোথের উপর প্রভাব পড়ছে। শিশু বা ছোটরা অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করার ফলে তাদের কান ও মস্তিষ্কের অঞ্চলে একটি অ্যান্টি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে শিশুদের কান খুব পাতলা হওয়ায় ৬০ শতাংশ রেডিয়েশন তারা শোষণ করতে পারে। এই বিকিরণ মানুষের প্রিয় বর্ধিত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে শুধু তাই নয়, এমনকি মনের স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে 'সম্ভাব্য কার্সিনোজম' ধারার অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং কান্সারের ঝুঁকি হিসাবেও চিহ্নিত করেছে। মোবাইল এতটাই মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে শিশুদের মনে যে গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ২ মিনিট কোনো শিশু যদি ফোনে কথা বলে তবে তার মস্তিষ্কে খুব সহজে এফেক্ট পড়ে। শিশু মেজাজ হারাতে পারে, সহজে কোনো সৃজনশীল কাজ করতে এমনকি কোনো সহজাত কাজেও মনোনিবেশ করতে পারে না। মস্তিষ্ক রক্ষার সেলগুলি শক্ত হয়ে পড়ে। কারণ ফোন থেকে সরাসরি তরঙ্গগুলি স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আচরণগত,নতুন বিষয় অবগত ইত্যাদি নানান বিষয়ে শিশু সমস্যায় পড়ে।

মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে শিশুদের পড়াশোনায় কিভাবে ক্ষতি হচ্ছে আসুন এবার সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করি। ধরে নিলাম আপনি খুব স্ট্রিক্ট। সমানে বাড়িতে লক্ষ করেন যাতে শিশু বা ছোটরা মোবাইল না ব্যবহার করে। তবে খোঁজ খবর রাখার জন্য একটা ফোন হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনি ভালোর জন্য দিলেন। দেখা গেলো ভাবনাটাই হলো সার। ক্লাসে তো সে বন্ধুদের সঙ্গে গেম চ্যাট নিয়ে ব্যস্ত। ফলে গেলো। দেখা গেল এতটাই সে মোবাইলে মগ্ন যে ক্লাসে কি পড়াচ্ছে তার খেয়াল নেই। কতটা সিলেবাস তা সে জানে না। এমনকি কবে পরীক্ষা তাও তার অজানা। কারণ রোজই সে মোবাইলে বন্ধুদের সাথে এত ব্যস্ত থাকে যে ক্লাসে কখন কি করাচ্ছে বা পড়াচ্ছে তা তার জানা নেই। মানে সে ক্লাসে থেকেও ক্লাসে নেই। মানে তার মন নেই। সে কোন এক কল্পনার জগতে ঢুকে বসে আছে। মানে ঘটছে অজান্তেই এক মোবাইল ফোবিয়া। ফলে অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্স খুন খারাপ হয়। এ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয় অনেক পরীক্ষায় মোবাইল ব্যবহারের বিধিনিষেধ অমান্য করে মোবাইল নিয়ে যাওয়া হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে ইনবিল্ট ক্যালকুলেটর এর কারণ দেখিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এই মোবাইলের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী নকল করার কাজেও লাগায়। এতে শুধু অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট খারাপ হয় না, পরবর্তীকালে আচারনগত দিকেরও সর্বনাশ হয়।

এবার বলি ছোটদের কাছে এটি একটি অনুপযুক্ত মিডিয়া। কেন বলছি এ কথা চলুন সেই ব্যাখ্যায় নিয়েও যায়। মনে করি এই মিডিয়া মানে মোবাইলের কারণেই তো তারা গেম খেলে, তারা চ্যাট করে, এমনকি তারা খুব ছোট বয়সে পর্নোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই ছোটদের এর থেকে যত দূরে রাখা যায় ততই ভালো। আপনি বরং শিশু বা ছোট বলে ছাড় না দিয়ে উল্টে শিশু বা ছোট বলেই আরও সচেতন বা সতর্ক হন। এই মোবাইলের কারণেই জানেন কত শিশু থেকে বড়ো অবধি কত রাত জেগেই কাটান। আজ ছোটদের কথা বলছি। বাবা মায়ের অজান্তে অনেক রাত অবধি তারা মোবাইল নিয়ে গেম খেলে বললাম। আরো কি কি করে আপনার আমার অজানা। সুতরাং তার পরের দিন মর্নিং স্কুল হলে পারবে কি সে উঠতে? পারলেও কোনমতে স্কুলে গেলে সে কি তার সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পারবে? না, পারবে না। পারবে না মনোযোগ দিতে স্কুলের ক্লাস বা বাইরের ক্লাসে।

এটাই সমস্যা। আপনারা সবাই জানেন যে মোবাইল ফোন একটি চিপ থাকে। মোবাইল ব্যবহারের ফলে এটা শারীরিক ক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে শরীরে তাজা বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়, শরীরে স্থূলত্ব বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য অসুস্থতা বাড়ে। ফলস্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ দেখা যায়। সমীক্ষায় জানা গেছে যে ১০ বছরের শিশুদের মধ্যে ৪২ শতাংশ, ১২ বছরের ছোটদের মধ্যে ৭১ শতাংশ এবং ১৪ বছরের ছেলেদের মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে। তবে আজকের দিনে এত বড় অংশ মোবাইল ব্যবহার করে যে এর থেকে মুক্তির উপায় আমরা খোঁজার মোটেই চেষ্টা করি না। যদি করতাম তবে নিশ্চয় এর থেকে মুক্তির উপায় প্রথম থেকে চেষ্টা করতাম। তবে তত্ত্বকথায় না গিয়ে বলি সর্বপ্রথম উপায় হলো সতর্ক থাকা। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল শিশু বা ছোটদের কিছুতেই দেওয়া যাবে না। জানবেন মোবাইলের মধ্যে একটি রেডিয়েশন থাকে যা খুব মারাত্মক। যা ছোটদের খুব তাড়াতাড়ি এফেক্ট করে। আর রাতে ছোটদের হাতে কোনোভাবেই মোবাইল দেওয়া যাবে না কারন মোবাইল থেকে অনেক জানার ইচ্ছা তাদের বিরাট ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। ছোটদের স্কুলে ফোন না দিয়ে খোঁজ খবরের জন্যে স্কুলের ফোন নম্বর নিয়ে নিন। কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সময় ছোটদের মোবাইল দেবেন না। কারণ গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে মোবাইলের রেডিয়েশনের সংযোগ ঘটতে পারে। যা ছোটদের খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতি করতে পারে। বাচ্চাদের হতে যদি ফোন দেন তবে তাতে কন্ট্রোল ও ব্যবহার করুন যাতে বাচ্চারা কি করছে তা আপনি বুঝতে পারেন। প্রথমেই তাদের হতে স্মার্টফোন না দিয়ে একটা বেসিক ফোন দিন। ফোনে যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করছে তা জানার চেষ্টা করুন। সর্বশেষে বলি শিশু, কিশোর বয়সে পৌঁছে গেলে তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন। এতে বহু সমস্যার সহজে সমাধান হবে। কি আমরা কি সবাই মিলে চেষ্টা করতে পারি না? ইয়েস, অবশ্যই পারি। ছোটদের কথাটাই বলছি আর একবার — ডোন্ট ফরগেট দ্যাট দে আর উইংকেল টুইংকেল লিটিল স্টার।

পুস্তক পরিচয়

নাট্য সংকলন — এক অনাকাঙ্খিত প্রশ্নের অবতারণা মাত্র

সত্যব্রত কবিরাজ

নাটকের বই এখন প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে। বোকা বাক্সের দৌলতে মানুষ আর নাটক দেখতে যাওয়ার হ্যাপা পোহাতে চায় না। বাড়িতে বসে সিরিয়াল দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। তবে সিরিয়ালের বিষয়বস্তু একঘেয়ে হয়ে পড়ায় আবার মানুষ বৈচিত্রের সন্ধানে নাটকের জন্য লাইন দিচ্ছে। নাট্য সংকলন গ্রন্থে সংকলক অতনু ঘোষ নয়টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক সংযুক্ত করেছেন। এগুলি হল সময় সন্ধ্যা, ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম, জন্মদিন, মায়ের ভাষা, শুভযাত্রা, জীবন, বাবুদের কথা, সাক্ষাৎ ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ইত্যাদি। এখানে দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে প্রমোটারের কুচক্রে পড়ে কিভাবে নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয় রাঘব দত্ত তারই মর্মস্তুদ এক কাহিনি নাটকের উপজীব্য, ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম নাটকের। তেমনই সন্ন্যাসী ঠাকুর নাকটের কুশীলব সবই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীরামকৃষ্ণ, মথুর বাবু, রানি রাসমণি ইত্যাদি। এখানে মন্দির তৈরির আগেই গদাধরের তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিবারের কর্তা রামকুমারের ডাক পড়ে রানিমার কাছে। তবে মনে রাখা জরুরি দক্ষিণেশ্বর বা রানি রাসমণি, বা গদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে মানুষ এতটাই অবগত যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাটকের কাহিনি রচনার সময়ে বিশেষ সাবধান না হওয়াটা বোকামি। এমন একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে নাটক লেখার সময়ে ঘটনার পরম্পরা বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। না হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলীর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পার্ষদদের বিষয়ে বিস্তারিত না জেনে মনগড়া তথ্য পরিবেশনেও মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করতে বাধ্য। এছাড়া বহুচর্চিত বিষয়ে স্থান,কাল ও ঘটনাক্রমের একটা পরম্পরা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ঘটনাগুলির কাল বহু অতীতকালের নয়। সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনা। ফলে মানুষের স্মৃতিতে এখনও তা তাজা হিসেবে জাগরুক হয়ে রয়েছে। সে কারণে এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখার সময় লেখকের সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। তা ছাড়া লেখক বানানের বিষয়েও তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেননি। মুদ্রণ প্রমাদ বলে চালালে লোকে ক্ষমা করবে না। মুদ্রণের পূর্বেই তো বানান শুদ্ধিকরণের রেওয়াজ। তাই ভুল বানান শুদ্ধকরণে উদাসীনতাও পাঠক মেনে নিতে পারে না। বাবুদের কথা -নাটকে জাতপাত নিয়ে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের কমবয়সী চাকুরিজীবীর পদোন্নতি হয় না, নিম্নবর্ণের একই পদে কর্মরত যুবক বা যুবতীর পদোন্নতিতে ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ। যোগ্যতা বা দক্ষতার মাপকাঠি এখানে গৌণ হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকে এমন বিষয়বস্তু ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মনে অসন্তোষ এবং জাতিগত ক্ষোভের সৃষ্টি করতে বাধ্য। সেকারণে জনপ্রিয় লোকশিক্ষার এমন মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। বিভেদের বীজ রোপন করা তো নাটকের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সংহতি এবং নির্মল আনন্দদানের মাধ্যম হিসেবেই মানুষ নাটক দেখতে ছুটে আসে। ফলে নাট্যকারের এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত সময়োচিত বিবেচনা হওয়া উচিত ছিল।

এছাড়া নাট্য সংকলন গ্রন্থটিতে যে সকল নাটক স্থান পেয়েছে সেগুলিকে একাঙ্ক নাটক হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এগুলির মেয়াদ পৌনে এক ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে।

নাট্য সংকলন
সংকলন : অতনু ঘোষ
প্রকাশনা : এস চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স
মূল্য : একশো চল্লিশ টাকা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কালনা মহকুমা হাসপাতাল

চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখে ক্ষুব্ধ সিএমওএইচ, ডেপুটি সিএমওএইচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। রাজ্যের পাশাপাশি জেলা এবং মহকুমা জুড়েও ডেঙ্গু বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত ২৫০ জনের ওপর জ্বরে আক্রান্তে্র চিকিৎসা হয়েছে। বর্তমানে কালনা হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে ১৯ জন, আর এমনই এক পরিস্থিতিতে কালনা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখতে শনিবার হাজির হন সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম, ডেপুটি সিএমওএইচ সুবর্ণ গোস্বামী সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা।

কালনা মহকুমা হাসপাতালের ফিভার ইউনিটে গিয়ে নার্সদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার বিষয় নিয়ে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন তাঁরা। একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত পেশেন্টের প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার কত জ্বর রয়েছে, সেটি পরিমাপ করে লিখে রাখার দরকার হাসপাতালের নার্সদের। কিন্তু তাঁরা এদিন গিয়ে এতজন রোগী মধ্যে কোনও একটি রোগীরও কত জ্বর ছিল সেটি দেখতে পাননি বলে দাবি। এরপরই তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

একই সঙ্গে হাসপাতালের রান্নাঘর ভিজিট করেন তাঁরা। এদিন সেখানে খাবার আঢাকা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। পাশাপাশি এদিন সকালে হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখতে ও ডেঙ্গু পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করতে হাজির হয়েছিলেন জেলা সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ লোহার, কালনা এক নম্বর ব্লকের বিডিও শ্রাবন্তী বিশ্বাস, কালনা পুরসভার পুরপতি আনন্দ দত্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

শ্যামাপ্রসাদবাবু বলেন, 'কালনা মহকুমা এলাকায় ডেঙ্গু কিছুটা বাড়লেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় তার প্রচার চালাচ্ছি। খুব শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে।' এ প্রসঙ্গে সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম বলেন, 'কিছু সমস্যা আছে সেগুলির দ্রুত সমাধান করা হবে।'

সুভাষ সরকার ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদেরই

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিন কয়েক আগে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে তালাবন্দি করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। এবার সেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে সামিল হল বিজেপিরই একাংশ। বাঁকুড়ার শালতোড়ার এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। তৃণমূলের কটাক্ষ, এই ছবিই প্রমাণ করছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কতটা প্রকট।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাঁকুড়া জেলাজুড়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রকট হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার ও বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের ওপর বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ। দল ও সংগঠন চালনার ক্ষেত্রে সুভাষ সরকার ও সুনীল রুদ্র মণ্ডল একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন এই অভিযোগ তুলে সপ্তাহ দুই আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে দলের বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখান দলেরই কর্মীদের একাংশ। হেনস্থা করা হয় দলের জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলকেও।

এবার শালতোড়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এলাকার বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার ও বিজেপির জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে শালতোড়ায় পথে নামলেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। শনিবার দুপুরে শালতোড়া লেদ মোড়ে রীতিমতো রাস্তার পাশে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্লোগান ওঠে সুভাষ সরকার ও সুনীল রুদ্র মণ্ডল মুর্দাবাদ। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের দাবী সদ্য শেষ হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে শালতোড়া ব্লকে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন বিজেপি কর্মীরা। সেজন্য বারংবার শাসকদলের হাতে তাঁদের আক্রান্ত হতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরিকে তাঁরা পাশে পেলেও পাননি এলাকার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারকে।

স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়া যুবকদের নিয়ে এলাকা পরিষ্কার শুরু

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন খেলা হবে প্রকল্প। যেই প্রকল্পটিকে ১০০ দিনের কাজের আদলে তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রকল্পের কোনও সরকারি নোটিফিকেশন এখনও হয়নি হলে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ভরে উঠেছে আগাছা এবং জঞ্জালে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষকে নিয়ে এলাকা পরিষ্কার নামল শ্যামপুরের দিহিমণ্ডলঘাট এক গ্রাম পঞ্চায়েত।

শনিবার সকাল থেকেই দিহিমণ্ডলঘাট এক গ্রাম পঞ্চায়েতের রামেশ্বরপুর গ্রামে পরিষ্কার করা হল আগাছা, সরানো হল বীজ সহ বিভিন্ন আগাছানাশক জিনিস। এই বিষয়ে দিহিমণ্ডলঘাট এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সুদীপ কুমার বেরা জানান, একশো দিনের কাজের টাকা না পাওয়া যাওয়ায় স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়া যুবকদের নিয়ে গ্রুপ তৈরি করে এলাকা পরিষ্কারের কাজ শুরু হল। লাগাতার চলবে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষা নামার আগে থেকেই হাওড়া শ্যামপুর এলাকায় দেখা দিয়েছিল বিষাক্ত সাপের উপদ্রব। বিভিন্ন সময়ে পরিবেশকর্মীরা চন্দ্রবোড়া, কেউটে সহ বিষাক্ত সাপ উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিচ্ছে তাদের স্বাভাবিক সমাজে। কিন্তু সাপের আতঙ্ক এখনও কাটেনি ওইসব এলাকায়। বিশেষত হাওড়ার শ্যামপুর ২ ব্লকের ত্রিহি মণ্ডল ঘাট এক গ্রাম পঞ্চায়েতে ইদানীং সময়ে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব বেড়েছে পাশাপাশি বেড়েছে মশার উপদ্রব।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গত আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা পাওয়া যায়নি। এছাড়া সম্প্রতি

জলে ডোবা সেতু পেরতে ভাসল ট্রাক্টর, রক্ষা চালক সহ ৬ যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জলে ডুবে থাকা সেতু দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে গেল ট্রাক্টর। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম লাগোয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দুর্ঘটনার সময় ওই ট্রাক্টরে চালক সহ ৬ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টর ছেড়ে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে আসেন চালক সহ যাত্রীরা। স্থানীয় ভাবে জানা গিয়েছে, মেজিয়া ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দামোদরের শাখা নদী। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জেলার অন্যান্য নদীর পাশাপাশি এই শাখা নদীতেও জলস্তর বৃদ্ধি পায়। নদীর ওপর থাকা নিচু সেতু দিয়ে বেগে বইতে শুরু করে জল। এদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই জল পেরিয়েই ট্রাক্টর নিয়ে রামচন্দ্রপুর থেকে মেজিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন চালক। ইঞ্জিনের দু'পাশের সিটে ও পিছনের ট্রলিতে বসেছিলেন আরও পাঁচ জন শ্রমিক।

সেতু দিয়ে পেরনোর সময় আচমকাই জলের তোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক ও যাত্রী সহ ট্রাক্টরটি সেতু থেকে নীচের দিকে নেমে যায়। চালক ও যাত্রীরা প্রত্যেকেই সাঁতার জানায় কোনওক্রমে সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠেন তাঁরা। এলাকার মানুষের দাবি, এবার পারাপারকারীরা প্রাণে বাঁচলেও, সেতু নিচু হওয়ার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে ওই সেতুতে। অবিলম্বে ওই স্থানে উঁচু সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

হাওড়ায় উদ্ধার বিষধর সাদা কালাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ায় উদ্ধার হল সাপ। সাপটি তীব্র বিষধর সাদা কালাচ বলে দাবি। জানা গিয়েছে, বাগনান দুই ব্লকের রবিভাগের ডিহিপাড়ায় এই বিষধর সাপ দেখা যায়। মানস দোলুই নামের এক ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর উঠোনে একটি সাদা রঙের সাপ দেখতে পেয়ে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী রামিজ রাজাকে জানান। বিএড পাঠরত ছাত্র রামিজ এসে দেখে বুঝতে পারে এটি হয়তো অ্যালবিনো ধরনের কোনও সাপ। সে সাপটিকে না মারতে দিয়ে লাঠি দিয়ে চেপে কোনও রকমে বস্তাবন্দি করে। তৎক্ষণাৎ খবর দেয় পরিবেশ কর্মী তথা খলোড় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ঝিন্দন প্রধানকে।

ঝিন্দনের থেকে খবর পেয়ে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক ও সুমন্ত দাস রাতেই গিয়ে দেখেন এটি একটি দেড় ফুটের তীব্র বিষধর লিউসিসটিক কমন ক্রেট বা সাদা কালাচ। উদ্ধারের পর এলাকার লোকজনকে সাপ নিয়ে সচেতন করা হয়। চিত্রকবাবু জানান, লিউসিজম একটি জেনেটিক মিউটেশন। লিউসিসটিক্ প্রাণী সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণীজগতে লিউসিজম বা পিগমেন্টশনের কারণে দেহের ত্বক, পালকের রঙ সাদা বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একমাত্র চোখের রঙ কালো থাকে, চোখের রঙের কোনও পরিবর্তন হয় না।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র দেশে কয়েকবার এই বিরল সাপ পাওয়া গিয়েছে। হাওড়া জেলায় প্রথম জীবন্ত তীব্র বিষধর সাদা কালাচ উদ্ধার হল। পরবর্তীতে চিত্রক প্রামাণিক, সুমন্ত দাস, ইমন ধাড়া ও রঘুনাথ মান্না গভীর জঙ্গলে এই সাপটি তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলে মুক্ত করে দেয়।

হড়পা বানে অজয় নদের মাঝে আটকে ডাম্পার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার হড়পা বানে অজয় নদের মাঝে আটকে পড়ে একটি ডাম্পার। শনিবার সকালে ডাম্পারটি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করার সময় বীরভূম থেকে কাঁকসার শিবপুরের দিকে আসার সময় অস্থায়ী ব্রিজের মাঝে আটকে পড়ে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন আগে প্রবল বৃষ্টির জেরে কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব যাওয়ার অস্থায়ী ব্রিজ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। ব্রিজটি গত কয়েক দিন ধরে পুনরায় নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল। শনিবার সকালে হঠাৎ হড়পা বানে অস্থায়ী মাটির ব্রিজ বিভিন্ন জায়গায় জলের তোড়ে ভেসে যায়। নদের মাঝে আটকে পড়ে একটি ডাম্পার। যদিও ঘটনার সময় বিপদ বুঝেই ডাম্পারের চালক গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে কোনও মতে প্রাণে বাঁচে।

অজয় নদে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে ডাম্পারটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার কারণে দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যার জন্যই জল কমতেই শুরু হয় ব্রিজ নির্মাণের কাজ। ঘটনার পর অস্থায়ী ব্রিজ নির্মাণকারী ঠিকা সংস্থার আধিকারিকরা ডাম্পারটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা শুরু করলেও ,ব্যর্থ হওয়ায় জল কমার অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের।

যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লকের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাজারের কমিউনিটি হলে।

শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কুলদীপ সরকার। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, জেলা যুব সভাপতি কৌশিক মণ্ডল, রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় পাল, রাজ্য যুব নেতা সায়েদ কবির, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব ও কাঁকসার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা।

এদিন কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাঁকসা ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় শিক্ষারত্ন সন্মান পাওয়া কাঁকসার বিরুডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষককে সংবর্ধনা জানান রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার। তৃণমূল কর্মীরা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন আগে কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে বাম নেতৃত্ব তাঁদের হেরে যাওয়া পঞ্চায়েত প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানিয়ে তৃণমূলের নামে মিথ্যা অপপ্রচার করেছিল।

তারই পালটা সম্মেলন করেন তৃণমূল কর্মীরা। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই দলের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাতে যুব তৃণমূল কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে যোগ দিয়ে দলের কর্মীদের তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ওই কর্মীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে দাবি করেন তিনি।

হাতি নিয়ে গ্রামবাসীকে সচেতন করছে বনবিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শীঘ্রই বাঁকুড়ার পাঞ্চেত বনবিভাগে প্রবেশ করতে চলেছে ৪৫টি হাতির দল। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে গ্রামে মাইকিং করে সচেতন করতে প্রচারে নামল বনবিভাগ। বাঁকুড়ার ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমান্তের কাছেই অবস্থান করছে ৪৫টি হাতির দল। সেই দল যে কোনও সময়ে ঢুকে পড়তে পারে বাঁকুড়ার পাঞ্চেত বনবিভাগ এলাকায় বিষ্ণুপুর ও জয়পুরের জঙ্গলে। তাই জঙ্গল লাগোয়া ওই সব এলাকায় গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে কোমর বেঁধে মাঠে নামল পাঞ্চেত বনবিভাগের কর্মীরা। জয়পুর রেঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে গ্রামে বনদপ্তরের প্রচার মাইক ঘুরে এলাকাবাসীকে সচেতন করছে। এলাকায় জঙ্গলগুলিতেও বনদপ্তর বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে।

সাপের ছোবলে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। মৃত ব্যক্তির নাম সমরেশ সাঁতরা (৫৫)। কাটোয়া থানার কলসা আওরিয়া এলাকার বাসিন্দা। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতের স্ত্রী বাসন্তী সাঁতরা চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে স্বামী-স্ত্রীকে একই সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায় বিষধর সাপ কামরায়। দু'জনের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। ওই দিন রাত প্রায় ২টো নাগাদ স্ত্রীকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বামী সমরেশ সাঁতরা তখনও বুঝতে পারেনি তাকেও সাপে ছোবল দিয়েছে। তারপরেই স্বামী সমরেশ সাঁতরা স্ত্রীকে ভর্তি করে বাইরে চায়ের দোকানে চা খান আর তখনই স্বামী সমরেশ সাঁতরার মাথা ঘোরে ও গলা শুকিয়ে যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে কাটোয়া হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসকেরা তাকে দেখে বলেন, একে আগে সাপে ছোবল দিয়েছে। তারপর তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন ২২ সেপ্টেম্বর স্বামী সমরেশ সাঁতরার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভোর ৫টার সময় কাটোয়া হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই সকাল ১০টায় মৃত্যু হয় স্বামী সমরেশ সাঁতরার। কাটোয়া হাসপাতাল থেকে স্ত্রী বাসন্তী সাঁতরার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকেও রেফার করা হয় ২২ সেপ্টেম্বর সকালে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

গন্ধেশ্বরী নদীর ওপর মানকানালি সেতু ডুবে বন্ধ যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে গেল বাঁকুড়া থেকে মানকানালি সংযোগকারী রাস্তার ওপর থাকা গন্ধেশ্বরী নদীর মানকানালি সেতু। গতকাল রাত থেকে সেতুর ওপর দিয়ে তিন থেকে চার ফুট উচ্চতায় প্রবল বেগে জল বইতে শুরু করে। এর ফলে ওই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা।

নিম্নচাপের জেরে গত বুধবার থেকে বাঁকুড়ায় বৃষ্টি শুরু হয়। দফায় দফায় সেই বৃষ্টিতেই বাড়তে শুরু করে গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তর। গতকাল বিকেলের ভারী বৃষ্টিতে গন্ধেশ্বরী ফুঁসতে শুরু করে। বাঁকুড়া মানকানালি সড়কের ওপর থাকা সেতু দিয়ে বেগে বইতে থাকে জল। শনিবার সকাল থেকে ওই সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। বন্ধ হয়ে যায় ওই সেতুর ওপর দিয়ে বাস চলাচলও। এর জেরে বাঁকুড়া সদর শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ থেকে ১৫টি গ্রাম।

এই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বাঁকুড়া সদর শহরের ওপর। কিন্তু সেতু জলের তলায় চলে যাওয়ায় এখন চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঁকুড়া শহরে যাওয়ার বিকল্প রাস্তা প্রায় ৩০ কিলোমিটার ঘুরপথ হওয়ায় নিতান্ত প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডুবে থাকা সেতু দিয়েই পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, বছর দুয়েক আগে গন্ধেশ্বরীর বন্যায় সেতুর একাংশ ভেসে গেলেও পরে জেলা পরিষদ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেই সেতু সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু এলাকার মানুষের দাবি, মেনে উঁচু সেতু নির্মাণের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন।

রেল লাইনের নীচে গর্ত, পরনের লাল গেঞ্জি দেখিয়ে ট্রেন আটকালো পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেল লাইনের নীচে গর্ত দেখে নিজের শরীরে থাকা লাল গেঞ্জি উড়িয়ে শিয়ালদা- শিলচর গামী আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন থামাল পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র। আর ওই ছাত্রের এমন উপস্থিত বুদ্ধির জেরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এই ঘটনার বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রীতিমতো হতচকিত হয়ে পড়েছেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের পদস্থ কর্তারা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা রোড স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ওই পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্র মুরসেলিমের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য তাকে পুরস্কৃত করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। শুক্রবারের এই ঘটনার পর ওই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র মুরসেলিমের বাড়িতে এখন বহু মানুষেরা ধন্যবাদ জানাতে ভিড় করছেন।

এই ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা স্টেশন রোড এলাকায়। রেলের মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুরন্ত গতিতে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছুটে যাচ্ছিল। মালদা জেলার ভালুকা রোড স্টেশনের পেরোতেই বিপত্তি অপেক্ষা করছিল ট্রেনটির জন্য। সেই সময় ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন আট বছরের ওই ছাত্র মুরসেলিম। সে হঠাৎ লক্ষ্য করে ভালুকা স্টেশন রোড থেকে সামান্য দূরে আপ লাইনে বেশ কিছু অংশের মাটি সরে গিয়েছে। তড়িঘড়ি নিজের পড়নে লাল গেঞ্জি খুলে ট্রেনের ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে সংকেত দিতে থাকে চালককে। লাল সংকেত দেখে চালক দূরে এমারজেন্সি ব্রেক কষে ট্রেনটি দাঁড় করায়। আর বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পায় ট্রেনটি। জীবন রক্ষা পায় ট্রেনের কয়েকশো যাত্রী। এরপর রেলকর্মীরা ছুটে এসে আপ লাইন মেরামতি শুরু করে। পরে ট্রেনটি সুষ্ঠুভাবে গন্তব্যে পৌঁছয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুরসেলিম হরিশ্চন্দ্রপুরের কড়িয়ালী বারিনওয়ার মিশন বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত। পরিবারে বাবা মা ভাই বোন প্রত্যেকে রয়েছে। ওই ছাত্র জানিয়েছে, এদিন দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় ভালুকা রোড স্টেশন থেকে সামান্য দূরে রেল লাইনের ট্র্যাকে নিচে বড়সড় গর্ত লক্ষ্য করি। সেই সময় দূরে দেখতে পাই একটি এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে। তখন নিজের লাল গেঞ্জি খুলে ওড়াতে থাকি। আমার লাল গেঞ্জি ওড়ানো দেখে ট্রেনটি দূরে থেমে যায়। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন আসে।

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, ওই ছাত্রের এমন কাজে আমরা গর্ববোধ করছি। বৃষ্টির সময় কিভাবে ওই জায়গাটির এই অবস্থা হল তা তদারকি করে দেখা হচ্ছে। যদিও পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। রেলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে পুরস্কৃত করারও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত হানিহাব শেষের পথে

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

মধু চাষিদের আর্থিক সচ্ছল ও স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হানিহাব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মতো উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার কৃষক মান্ডিতে এই হানিহাব তৈরির কাজ প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ হাবটি নির্মাণের কাজ করছে। জেলা হটিকালচার বা উদ্যানপালন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আগামী দিনে মধু প্রসেসিং এর কাজ হবে। এই হাবটি চালু হলে সংগৃহীকৃত মধু এখানেই প্রসেসিং করে বিভিন্ন গ্রেডের মধু রাজ্যর সরকারি আউটলেটে যেমন বিক্রি হবে তেমনই দেশ-বিদেশেও রপ্তানি করা হবে। ফলে সুন্দরবন সহ জেলার কয়েক হাজার মধু চাষিদের আর্থিক সঙ্গতি হবে, বাড়বে কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অনুসারী ব্যবসা। পাশাপাশি মধু চাষের প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বাড়বে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমাদের জেলায় বহু মধু চাষি আছেন, আমাদের জেলায় সুন্দরবন আছে। বিদেশের বাজারে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা প্রচুর। এসব কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী দেগঙ্গায় হানিহাব তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাবটি চালু হলে এখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

জেলা পরিষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ ভট্টাচার্য বলেন, এই হাবটি তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। ৭০-৮০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। বাকি কাজও খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক কুশধ্বজ বাগ বলেন, এতবড় হানিহাব রাজ্যে প্রথম। হাবটি পুরোদস্তুর চালু হলে প্রতিদিন কয়েক টন মধু উৎপাদন করা যাবে। তিনি বলেন, এখানে থাকবে উন্নয়ন ল্যাবরেটরি ও অত্যাধুনিক প্রসেসিং ব্যবস্থা। এখানে মধু চাষিদের থেকে মধু কালেকশন করে তার স্যাম্পেলিং করা হবে, সেগুলি পাঠানো হবে টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে। গুনগত মানের ভিত্তিতে প্রসেসিং এরপর আলাদা আলাদা গ্রেডিং করে প্যাকিং করা হবে। এর ব্রান্ডিংও করা হবে। তারপর মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের মধু বাজারজাত করা হবে। হাবে মধু স্টোরেজেরও সুবিধা থাকবে। বিদেশের বাজারে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা বেশি হওয়াতে সুন্দরবনের মধুর ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

চন্দ্রকোনায় নার্সিংয়ে ভর্তির নামে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ব্যারাকপুরের একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লালাগঞ্জ এলাকায়। চন্দ্রকোনা এলাকার মোট চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করানোর নামে টাকা নেয় হুগলি জেলার খানাকুলের বাসিন্দা সৌমেন বাগ নামে এক যুবক। এদের মধ্যে লালাগঞ্জ এলাকার ছাত্রী মাম্পি পালের অভিযোগ, নার্সিং কলেজে ভর্তি করানোর নামে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫০ হাজার করে টাকা নেয় সৌমেন বাগ। টাকা নেওয়ার পরেও তাদের কলেজে ভর্তি করা হয়নি। ভর্তির জন্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা চাইতে থাকে। অভিভাবকরা অভিযুক্ত সৌমেন বাগকে বারবার ফোন করে টাকা ফেরত চাইলেও সে ফোন ধরেনি। অবশেষে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রতারিত মাম্পি পালের পরিবারের সদস্যরা সৌমেনকে বাড়িতে ডাকে। বৃহস্পতিবার তাকে ফোন করা হলে ওই যুবক শুক্রবার বিকেলে চন্দ্রকোনার লালাগঞ্জে আসে। এরপরেই তাকে বাড়ি থেকে টাকা এনে ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। অভিযুক্ত সৌমেন বাগ জানান, তিনি স্থানীয় শিক্ষক তুষার বাবুর হাত ধরেই ওই এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নার্সিংয়ে ভর্তি করার নামে টাকা তুলেছিলেন।

রেশন দোকান পরিদর্শন অভিযোগ পেয়ে সমাধান খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আসলেন, দেখলেন, উপভোক্তাদের অভিযোগ শুনে তৎক্ষনাৎ সমস্যার সমাধান করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। পূর্ব ঘোষণা মতোন শনিবার সকালে উপভোক্তা সম্পর্ক অভিযানে নামেন খাদ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি বারাসাত, দত্তপুকুর, দেগঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকার রেশন দোকানে গিয়ে উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমস্যা সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন। একই সঙ্গে রেশন ডিলাররা সঠিক পরিমাণে রেশন সামগ্রী দিচ্ছে কিনা তা নিয়েও খোঁজখবর নেন গ্রাহকদের থেকে খাদ্যমন্ত্রী। উপভোক্তদের তরফে বেশ কতগুলো অভিযোগ ও খাদ্যমন্ত্রীর তার কাছে আসে সেগুলো তিনি খতিয়ে দেখেন। বারাসাত ডাকবাংলা মোড়ে এক রেশন দোকানে একজন উপভোক্তা অভিযোগ করেন যে দুয়ারের রেশনের তালিকা নির্দিষ্ট জায়গায় টাঙানো থাকে না। তাতে সমস্যায় পড়েন উপভোক্তারা। মন্ত্রী শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারকে নির্দেশ দিয়ে দেন যেন সমস্ত দোকানের দুয়ারে রেশনের তালিকা সঠিক জায়গায় টানানো থাকে। যাতে উপভোক্তারা সহজেই সেই তালিকা দেখে আগে থেকে জানতে পারেন। বারাসাত নতুন পুকুরের অন্য একটি রেশন দোকানে অভিযোগ পান রেশন দেওয়ার সময় অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে রেশন দোকানদার। খাদ্যমন্ত্রী রেশন দোকানদারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে তদন্ত করেন। পরে সাংবাদিকদের জানান আসলে নন পিডি আইটেম। কিছু সামগ্রী আছে রেশন দোকানে বিক্রি করা হয়। সেই জিনিসের জন্যই উনি টাকা নিয়েছিলেন। তথাপি উপভোক্তাদের সঙ্গে দোকানদারের যাতে কোনও বিবাদ না হয় সেজন্য নন পিডি আইটেমের আলাদা তালিকা তৈরি করে দোকানের বাইরে লাগানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

দূষণমুক্ত স্মার্ট সিটি তৈরি নিয়ে প্রোজেক্ট বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল স্কুল পড়ুয়া রৌনক

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলির আরামবাগের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের কীর্তিতে গর্বিত আরামবাগবাসী। ভারতের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির আটটি রিজিয়নের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা হয় উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। ওই প্রতিযোগিতায় এনভায়রমেন্ট কনসার্ন বিষয়ে হুগলির আরামবাগের ডিহিবাগনান জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র রৌনক নন্দী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাঁর তৈরি অভিনব প্রোজেক্ট জাতীয় স্তরের এই বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় আলোড়ন ফেলে দেয়। তাঁর প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো দূষণমুক্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি ও দূষণমুক্ত স্মার্ট সিটি তৈরি। অভিনব এই পরিকল্পনায় মুগ্ধ হয় উপস্থিত বিচারকরা। সারা ভারতবর্ষের বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে গাজিয়াবাদে এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে আরামবাগের জওহর নবোদয়ের ছাত্র রৌনক নন্দীর প্রোজেক্ট নজর কাড়ে। আগামী দিনে এই পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে সারা বিশ্বের কাছে এক দিগন্ত খুলে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। এমনিতেই সারা বিশ্ব জুড়ে বায়ু দূষণের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। বিশ্বের উষ্ণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। তাই দূষণমুক্ত মার্ট সিটি বা শিল্পাঞ্চল তৈরি হলে সমাজ ব্যবস্থা এক অন্য খাতে বইবে। এই বিষয়ে আরামবাগের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র রৌনক নন্দী বলেন, গাজিয়াবাদে বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়েছিল। সারা ভারতের বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেমেয়ে এসেছিল। বায়ু দূষণ থেকে কিভাবে ইলেকট্রিসিটি বানানো যায় এবং দূষণ মুক্ত স্মার্ট সিটি তৈরির উপর প্রোজেক্ট তৈরি করি। অপরদিকে আরামবাগের জওহর নবোদয় স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোজিৎ কুলুশ্রেষ্ঠ বলেন, নবম শ্রেণির ছাত্র রৌনক নন্দী বিজ্ঞান প্রদর্শনকে অংশগ্রহণ করে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করে। ন্যাশনাল লেভেলের এই প্রদর্শনীতে নতুন চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে রৌনক। অপরদিকে রৌনকের বাবা রথীন্দ্রনাথ নন্দী বলেন, এটা খুবই গর্বের। বিশেষ করে স্কুলের জন্য। যদি দূষণমুক্ত সমাজ গঠিত হয় তাহলে আগামী দিনে মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচবে। মা কমলিকা নন্দী বলেন, মা হিসাবে খুবই গর্বিত। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মাত্রা যেভাবে বাড়ছে তাতে আমাদের চিন্তার বিষয় পরিবেশকে আর কতদিন এইভাবে রক্ষা করতে পারব। তাই ওর চিন্তা ভাবনা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে পরিবেশ রক্ষায় আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব। নভেম্বর মাসে আবারও রৌনক দিল্লিতে এনসিআরটি পরিচালিত 'রাষ্ট্রীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে যোগদান করবে বলে জানা যায়।

রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত, সাগর ও জয়নগরে বাড়িতে গিয়ে প্রচার স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়নগর: রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ও জয়নগর এক নম্বর ব্লকের উদ্যোগে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করল স্বাস্থ্য দপ্তর। পাশাপাশি চলছে এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ। সাগর ব্লকের এই প্রচারে সামিল হয়েছিলেন বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল, ব্লক সাস্থ্য আধিকারিক ও আশা কর্মীরা। এই প্রচার ও লিফলেট বিলি ধারাবাহিক চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার সাগর ও জয়নগরে চলল স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ এই অভিযান।

পুরুষ অভিনেতারাই মেয়েদের সাজে অভিনয় করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দেখলে বোঝা দায় পুরুষ না মহিলা। আধুনিক ইন্টারনেটের যুগেও গ্রামীণ যাত্রাপালায় পুরুষ অভিনেতারা হুবুহু মেয়ে সেজে অভিনয় করছেন। আর তাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকগণ। সকলে হাততালিও দিচ্ছেন। আবার মেয়েদের কান্নার অভিনয় দেখে দর্শকদের চোখে জল দেখা যায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী রেলস্টেশন লাগোয়া আনন্দ কলোনিতে শুরু হয়েছে সর্বজনীন মনসা পুজো। আর সেই পুজো উপলক্ষেই আয়োজন হয়েছে 'মনসা মঙ্গল' যাত্রাপালা গানের আসর। আর সেই গ্রামীণ যাত্রাপালায় দেখা গেল ছেলেরা হুবুহু মেয়ে সেজে অভিনয় করছেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে চলে যাত্রাগানের আসর। আধুনিক যুগেও এই ধরনের যাত্রাপালা দেখে দর্শকরাও খুশি। মোবাইলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে যুবক যুবতীরাও ভিড় করেছেন এই গ্রামীণ যাত্রাপালা দেখতে।

যদিও এই ধরনের যাত্রাপালায় ছেলে অভিনেতারা মেয়ে সেজে অভিনয় করতে কোনও রকম সংকোচ বোধ করেন না। শুক্রবার যাত্রা শেষে তাঁদের দাবি, যাত্রায় মহিলা অভিনেত্রীদের আগ্রহ কম দেখা যায়। যদিও প্রাচীন কালে যাত্রা শুরুর সময় থেকে পুরুষরাই মহিলা সেজে অভিনয় করতেন। এতে সমস্যা কিছুই হত না। আর বর্তমানেও কিছুই সমস্যা হয় না। মানুষকে আনন্দ দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য বলেই জানান তাঁরা।

গত ১৭ বছর আগে স্থানীয় নিখিল পালের বাড়িতে পারিবারিক মনসা পুজোর আয়োজন হয়েছিল। সেই পুজোয় সর্ব প্রথম পূর্বস্থলীতে পরিবেশিত হয় 'মনসা মঙ্গল' যাত্রাপালা গান। প্রতিবেশীরাা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। পরের বছর সেই পারিবারিক মনসা পুজোই সর্বজনীনের পুজোর আকার নেয়। সকলের আর্থিক অনুদানে পুজো এবং ৩ দিনব্যাপী যাত্রাগানের আসর বসে। আর তা দেখতেই উপচে পড়েছে দর্শকদের ভিড়।

পুলিশের জালে ২ দালাল সহ ধৃত ১৩ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: পুলিশের জালে ২ দালাল সহ ধৃত ১৩ বাংলাদেশী। চোরাপথে ভারতের প্রবেশ করার অভিযোগে ১৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক সহ দুই ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ভারতীয় দালালের নাম আপন চৌধুরী ও আব্দুল হান্নান মণ্ডল। পুলিশ জানিয়েছে, তারা স্থানীয় সূত্র মারফত জানতে পারে বাগদার আউলডাঙা এলাকায় সন্দেহভাজন ১৩ জন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারে ওই ১৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক। তারা চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং পুলিশ তাদের জেরা করে জানতে পারে তারা দুই দালালের সাহায্যে এদেশে প্রবেশ করেছে। ওই ১৩ জন বাংলাদেশি সহ দুইজন ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার দুপুরে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

বৃষ্টিতে নাজেহাল জলপাইগুড়ি
জাতীয় সড়কে জল জমে তীব্র যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: নিম্নচাপের বৃষ্টিতে নাজেহাল জলপাইগুড়ি, জাতীয় সড়কে জল তীব্র যানজট। ক'দিন ধরেই পাল্টে ছিল শরতের আকাশ। সাদা মেঘের বদলে আকাশের দখল নেয় কালো মেঘ। সেই থেকেই চলছে বৃষ্টি। গত চব্বিশ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৯.৮০, এবং ময়নাগুড়িতে ৮৫ মিলিমিটার। শনিবার সকালেও চলছে অবিরাম বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন পথ যেমন জলমগ্ন হয়ে পরে পাশপাশি তীব্র যানজটের কারণে থমকে গিয়েছে জলপাইগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি-সহ আসাম যাবার জাতীয় সড়কের যান চলাচল। শনিবার সকালেও চলছে অবিরাম বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন পথ যেমন জলমগ্ন হয়ে পরে পাশপাশি তীব্র যানজটের কারণে থমকে গিয়েছে জলপাইগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি-সহ আসাম যাবার জাতীয় সড়কের যান চলাচল।

শুক্রবার রাত থেকে চলা বৃষ্টির জলে দমহনি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ার ফলে সড়কের বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা জলের তোড়ে ধসে গিয়েছে।

খাবার দোকানে হানা বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার মঙ্গলকোটের নতুনহাট বাজারের বিভিন্ন খাবারের দোকানে হঠাৎ হানা দেন বিডিও জগদীশচন্দ্র বারুই। এলাকার বিভিন্ন খাবারের দোকান তিনি ঘুরে দেখেন। তিনি জানান, স্বচ্ছ অভিযানে এই পরিদর্শন। মূলত খাবারের দোকানগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীরা খাবার না ঢেকে তা বিক্রি করছেন।এতে বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। শনিবার সমস্ত খাবারের দোকানগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও খাবার খোলা রাখা যাবে না। আগামী দিনে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এই সমস্ত বিষয়গুলির ওপর নজরদারি চালাবেন। যদি ব্যবসায়ীরা আদেশ না মানেন, সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের আর্থিক জরিমানা করা হবে।

সড়বড়িতে তৈরি হচ্ছে মায়াপুরের ইসকন মন্দির উদ্যোক্তা প্রাক্তন বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরি

বুদ্ধদেব পাত্র ● রঘুনাথপুর

রঘুনাথপুরের প্রাক্তন বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরির পুজো মানেই একটু অন্যরকম। স্বল্প বাজেটের এই পুজো বেশ কয়েকবছর থেকেই দূর দূরাঞ্জে ন্র দর্শনার্থীদের মণ্ডপমুখী করে রাখে। এ বছরও যে তার কোনও খামতি হবে না তা খুঁটি পুজোর দিনেই এক প্রকার পরিষ্কার হয়ে গেল। সড়বড়ি সার্বজনীন দুর্গাপুজো এলাকার পঞ্চগ্রামি মানুষদের নিয়ে হলেও এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা রঘুনাথপুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক পূর্ণচন্দ্রে বাউরি। ২০০৩ সালে নিতুড়িয়া থানার সড়বড়ি পাঞ্চেত রোডে পূর্ণচন্দ্র বাউরির উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর পূর্ণচন্দ্র বাউরি বিধায়ক থাকাকালীন পুজো আরো প্রচার-প্রসার লাভ করে। অভিনব থিম এবং সচেতনতার বার্তা দিয়ে সড়বড়ি সার্বজনীন পুজো প্রথম থেকেই জেলার পুজো মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্ব বাংলা সারদ সম্মানের তালিকাতেও প্রথম থেকেই জায়গা করে নিয়েছে স্বল্প বাজেটের এই পুজো। গত বছরও সেরা মূর্তির শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে সড়বড়ি সার্বজনীন। শনিবার দিন খুঁটিপুজো দিয়ে সূচনা হল পুজোর। এবার ২০তম বর্ষ। আশেপাশে বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজোয় নজর কাড়া ভিড় হলেও স্বল্প বাজেটের সড়বড়ি সার্বজনীন পুজোও অভিনব মণ্ডপ, মূর্তি এবং থিমে নজর কাড়ে। থাকে সচেতনতার বার্তা। এবার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের আদলে গড়ে উঠবে মণ্ডপ। বাজেট প্রায় ১০ লাখ টাকা। পূর্ণচন্দ্র বাউরি জানান, বিশ্বখ্যাত মায়াপুর ইসকন মন্দিরের আদলে গড়ে উঠবে মণ্ডপ। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের ভাবনাও এই পুজো মণ্ডপের থিম। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে। মণ্ডপ জুড়ে থাকবে সামাজিক সচেতনতার বার্তা। পাঁচ দিন ধরে থাকবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবার এই মণ্ডপে দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনার্থীরা মণ্ডপে এলেই দুয়ারে সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন বলে জানান পূর্ণচন্দ্র বাউরির স্ত্রী তথা জেলা পরিষদ সদস্যা সন্তোষী দত্ত বাউরি। তিনি আরো জানান, এই পুজোয় মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এবার পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতকে দিয়েই এই পুজোর উদ্বোধন করা হবে। সব মিলিয়ে সড়বড়ি সার্বজনীন পুজোতে এবারেও থাকছে অভিনবত্ব।

উদ্ধার মানুষের খুলি ও হাড়গোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচিল লাগোয়া একটি শ্মশান থেকে উদ্ধার হল মানুষের খুলি ও হাড়গোড়। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ডিহিমণ্ডলঘাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই থাকা একটি শ্মশান থেকে মানুষের কঙ্কাল এবং হাড়গোড় উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, রাস্তার ধারেই ওই শ্মশানে সকালবেলা একটি ব্যাগ মুখে করে কুকুরকে টানতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর এই খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে লোকজন এসে হাজির হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে থাকা এই শ্মশানে।

একমাসেই বীতশ্রদ্ধ যাদবপুরের নয়া উপাচার্য! ক্ষোভ উগরে দাবি, তিনিও র‍্যাগিংয়ের শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দায়িত্ব পেয়েছেন মোটে মাসখানেক কয়েকটা দিন হয়েছে। তারই মধ্যে পড়ুয়াদের একাংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ শনিবার প্রকাশ্যে ক্ষোভও উগরে দিলেন । তাঁর অভিযোগ, কোনও সিদ্ধান্তই কার্যকর করতে গেলেই তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। বেগ পেতে হচ্ছে। অন্য দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পাল্টা দাবি, উপাচার্যই ক্যাম্পাস সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর রাখেন না। শুধু তা-ই নয়, একাংশের অভিযোগ, উপাচার্য কারও সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। শুধু ঘনিষ্ঠ মহলের কথা শুনে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

যাদবপুরের মেন হস্টেলে প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার পর ‘র‍্যাগিং’ নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। সেই আবহেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব পান গণিতের অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ। তা নিয়েই অবশ্য কম প্রশ্ন ওঠেনি। উপাচার্যের দাবি, তিনিও র‍্যাগিংয়ের শিকার!

বুদ্ধদেব সাউয়ের দাবি, পড়ুয়াদের ভালর জন্যই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কার্যকর করতে দেওয়া হচ্ছে না। উপাচার্যের কথায়, ‘যখন-তখন আটকে রাখছে আমাদের। কোথাও বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। আমিও র‍্যাগিংয়ের শিকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (প্রশাসন)-ই র‍্যাগিংয়ের শিকার এখানে। যাদবপুরে অরাজকতা চলছে। গণতন্ত্রের জায়গা নেই।’ পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন বুদ্ধদেব।

তাঁর অভিযোগ, ‘১৩ হাজারের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র বার বার এসে অহেতুক ঝামেলা করছেন। যেমন অল স্টেকহোল্ডার... আগের উপাচার্য নাকি করে গিয়েছেন, সেটাই নিয়ম! অথচ আমি আমাদের ল সেল, রেজিস্ট্রারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কোথাও থেকে অল স্টেকহোল্ডারের কোনও স্ট্যাটিউটরি টার্ম কেউ দেখাতে পারেননি।’

এদিকে উপাচার্য ও পড়ুয়াদের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ চলছে। আফসু (কলা শাখার ছাত্র সংসদ)-র এক ছাত্রনেতা বলেন, ‘কেউ ভিসি (উপাচার্য)-কে বাধা দিচ্ছেন না। অপমানও করেননি। বরং উনিই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। দেখা করতে চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হচ্ছে। তার পর সময় চেয়ে কথা বলতে গেলে উনি কথাও বলছেন না। এ ভাবে চলতে পারে না।’

পড়ুয়ারা তাঁর পদত্যাগ দাবি করছেন কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন উপাচার্য। বুদ্ধদেবের দাবি, চাপ নিতে না পারার জন্য ডিন অফ স্টুডেন্টসকেও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেন, ‘আমারও পদত্যাগ দাবি করছেন। অন্যায্য দাবি করছেন পড়ুয়ারা, আমার পদত্যাগ চাইছে। এদের মূল উদ্দেশ্য, বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদের ঢোকানো। এগুলো আমার ন্যায্য দাবি বলে মনে হয় না। যাঁরা করছেন, পরিকল্পনামাফিক তাঁদের এগুলো করার মতো বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না আমার। এর পিছনে কিছু পাকা মাথা কাজ করছে বলে মনে হয়। এঁদের দিয়ে এ সব করাচ্ছে। সর্বনাশ করার চেষ্টা হচ্ছে ছাত্রদের। এটা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। নইলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হয়ে যাবে।’ উপাচার্যের এ ভাবে প্রকাশ্যে মুখ খোলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন ‘আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। ওঁকে যদি কাজে বাধা দেওয়া হয়, উনি এ কাজ করছেন কেন! এটা উপাচার্য এবং আচার্যের বিষয়। আমি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।’

বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বাড়ির কার্নিশ, আহত এক পথচারী

রবিবারও সকালে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয় শহর কলকাতায়। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই কলকাতায় ভেঙে পড়ল তিন তলা বাড়ির একাংশ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার চারু মার্কেট থানা এলাকায়। টালিগঞ্জের দেশপ্রাণ শাসমল রোডের পাশে তিনতলা একটি বাড়ির কার্নিশের একাংশ ভেঙে পড়ে রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া এক পথচারীর ওপর। এরপরই গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত ওই ব্যক্তির নাম চন্দন বর্মণ। বাড়ি মেদিনীপুরে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাত থেকেই চলছে বৃষ্টি কলকাতা-সহ আশপাশের কয়েকটি জেলায়। রবিবারও সকালে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয় শহর কলকাতায়। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই কলকাতায় ভেঙে পড়ল তিন তলা বাড়ির একাংশ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার চারু মার্কেট থানা এলাকায়। টালিগঞ্জের দেশপ্রাণ শাসমল রোডের পাশে তিনতলা একটি বাড়ির কার্নিশের একাংশ ভেঙে পড়ে রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া এক পথচারীর ওপর। এরপরই গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত ওই ব্যক্তির নাম চন্দন বর্মণ। বাড়ি মেদিনীপুরে। বছর ৩৬-এর ওই ব্যক্তির মাথায় ৩০টি সেলাই পড়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

দেশপ্রাণ শাসমল রোডের ধারে ওই তিনতলা বাড়িটি দীর্ঘদিনের পুরনো। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজও অনেকদিন ধরেই হয়নি। ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার কারণে কলকাতা পুরসভার তরফে আগেই ওই বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশকর্মীরা। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও পৌঁছন সেখানে। ওই জায়গাটিকে ব্যারিকেড করে ঘিরে ফেলা হয়। বাড়িটির বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলার তোড়জোড় চালাচ্ছেন পুরসভার কর্মীরা। জানা গিয়েছে, বিপজ্জনক ওই বাড়িটিকে বছর দু’য়েক আগেই খালি করে দেওয়া হয়েছিল। বাড়িটিতে এখন আর কেউ থাকেন না।

দিঘা যাওয়ার জন্য বিএমডব্লু না পেয়ে খুন! নাগেরবাজারে জট কাটল হত্যা রহস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাগের বাজারের কাছে নয়াপট্টিতে বৃদ্ধের খুনের যে রহস্য দানা বেঁধেছিল তার কিনারা করল পুলিশ। ঘটনার দু’দিনের মাথায় কল্যাণ ভট্টাচার্যের খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল ওই বৃদ্ধেরই গাড়ি চালক সৌরভ মণ্ডলকে। আর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল কল্যাণবাবুকে খুন করার প্রকৃত কারণ।

তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় ধৃত সৌরভ মণ্ডল জানিয়েছে, দামি গাড়ি চড়ে দিঘা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তবে তা কল্যাণবাবুর কাছে চাওয়ায় তা তিনি দিতে কোনওভাবেই রাজি হননি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় সৌরভ। গাড়ি নিয়ে দিঘায় ঘুরতে যাওয়ার জেদে কল্যাণবাবুর সঙ্গে তাঁর বচসাও হয়। কিন্তু নিজের দামি গাড়ি কোনওভাবেই দিতে রাজি না হওয়ায় রাগের বশে খুন করেন কল্যাণবাবুকে। পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বৃদ্ধের গাড়িচালককে।

এরপর সৌরভকে জিজ্ঞাসাবাদে সামনে আসে প্রকৃত ঘটনা। ধৃত সৌরভ পুলিশকে জানিয়েছে, সৌরভ বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে যাওয়ার জন্য বৃদ্ধের থেকে বিএমডব্লিউ গাড়িটি চেয়েছিল। এরপর বৃদ্ধ তাকে ১৫ সেপ্টেম্বর আসতে বলেন। সেই মতো সে বৃদ্ধের বাড়িতে যায়। তখন দেখে বৃদ্ধের বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। বাধ্য হয়ে সে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকে। গাড়ি নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে বচসা বাধে। অভিযোগ, তারই মাঝে চালক সৌরভ প্রথমে বৃদ্ধকে ধাক্কা মারে। তাতে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে বৃদ্ধকে শ্বাসরোধ করে খুন করে সে। খুনের পর গাড়ির চাবি নিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। প্রথমে সে গাড়ি নিয়ে বারাসতের বাড়িতে যায়। তারপর বন্ধুদের নিয়ে দিঘায় যায়। এদিকে গাড়ির চালকের খোঁজ করা হচ্ছিল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের তরফ থেকে। তাঁর সন্ধান না মেলায় মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করা হতে থাকে। এরপর দিঘা থেকে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বৃদ্ধের পোষ্য কুকুরটিকেও ওই বাগানবাড়ির একটি অব্যবহৃত ঘর থেকেই উদ্ধার করে নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

থিমের প্রতিমা তৈরিতে ভাটা পড়েছে কুমোরটুলিতে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বিংশ শতকের আটের দশকে থিমের পুজোয় মজেছিল কলকাতাবাসী। উত্তরে যুববৃন্দ থেকে তেলেঙ্গাবাগান এই সব পুজোর উদ্যোক্তারা বিভিন্ন থিমের ওপর প্যান্ডেল তৈরি করেন। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হত প্রতিমাও। অন্য দিকে ঠিকএকই ছবি ধরা পড়েছিল বেহালার পুজোগুলোতেও। সেখানেও ছিল থিমের ছড়াছড়ি। ফলে পুজোর কয়েকটা দিন ঢল নামতো দক্ষিণের এই পুজোগুলোতে। তবে বাগাবাজার থেকে শুরু করে কলেজ স্কোয়ার বা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার থেকে দক্ষিণের একডালিয়া আর সিংহিপার্কের প্রতিমা দেখার আগ্রহতে কোনও ধরনের ভাটা পড়তে দেখা যায়নি। বছর কয়েক এই থিম পুজোর জোয়ারে কলকাতা ভাসলেও বাঙালির একটা বিরাট অংশের থেকে দাবি উঠল, মা দুর্গাকে তাঁরা দুর্গতিনাশিনী, অভয়দায়িনী রূপেই পেতে চান। প্রতিমা যেন তৈরি বাংলার রূপেই। কোনও পুতুল রূপে নয়। যাঁর মুখের দিকে তাকালে যেন মনে হয় তিনি সত্যই অভয়দান করতেই অবতীর্ণা। এরপর একবিংশ শতক থেকেই একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে এই দুর্গাপুজোয়। থিম পুজো একটু অন্য আকার নেয়। যেমন প্যান্ডেল তৈরি হয় কোনও একটি বিশেষ থিমের ওপর, এদিকে প্রতিমা একেবারেই সনাতনী ধাঁচের। ফলে একূল-একূল দু-কূলই রক্ষা করাও সম্ভব হয় পুজো উদ্যোক্তাদের।

২০২৩-এও কুমোরটুলি চত্বরে গিয়ে নজরে এল সাবেকি প্রতিমার সংখ্যাই বেশি। এ ব্যাপারে প্রতিমা শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পালের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, থিমের ঝড়টা সত্যিই থেমেছে। কলকাতার মানুষ পছন্দ করছেন সেই সাবেকি প্রতিমাই। এই মুহূর্তে সাবেকি প্রতিমা এবং থিমের প্রতিমার অনুপাত শতাংশের বিচারে ৮০-২০। যা বিংশ শতকের শেষ দিকেও ছিল ৫০-৫০ ভাগে। কেন থিমের প্রতিমা কলকাতার মানুষ পছন্দ করছেন না তার কারণ হিসেবে ইন্দ্রজিৎবাবু জানান, থিমের প্রতিমায় মা দুর্গাকে কোথাও বানানো হতো জগন্নাথ দেবের মতো বা তিরুপতির মতো। কোথাও আবার মা দুর্গার প্রতিমার হাত-পাগুলোর সঙ্গে শরীরের কোনও সামঞ্জস্য বজায় রাখা হচ্ছিল না। যা মোটেই পছন্দ করেনি বাঙালি। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎবাবু টেনে আনলেন বেশ কয়েক বছর হাজার হাত বিশিষ্ট প্রতিমা তৈরির ঘটনাকেও। এই প্রসঙ্গে কিছুটা সমালোচনার সুরে তিনি জানান, মা-দুর্গার দশ হাতেই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলেই চিরকাল সবাই শুনে এসেছে। আর বিভিন্ন দেবতার অস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে তিনি মহিষাসুরকে রণে আহ্বান করেন। সেখানে হাজার হাত বিশিষ্ট মা-দুর্গা প্রতিমা বানানোর পিছনে ঠিক কী যুক্তি রয়েছে আজও তা বুঝে উঠতে পারেননি ইন্দ্রজিৎবাবু। ওই হাজার হাত কোন কোন অস্ত্রতে সজ্জিত হবে তার উত্তর এখনও তিনি খুঁজে পাননি।

এদিকে মা-দুর্গার প্রতিমা অন্য কোনও ঠাকুরের আদলে বানানোর ঘটনাকেও কোনও ভাবেই মানতে রাজি নন ইন্দ্রজিৎবাবু। এরই রেশ ধরে ইন্দ্রজিৎবাবু বেশ বিস্ফোরক এক উক্তিও করে বসেন। বেশ জোরের সঙ্গে জানান, অন্য কোনও দেবতার মূর্তিকে মা দুর্গার মূর্তির সঙ্গে ফিউশন করিয়ে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তা নিয়ে ঝড় উঠবে। এই পরীক্ষা চলে একমাত্র মা-দুর্গার ক্ষেত্রেই। যা একেবারেই কাঙ্খিত নয়। পাশাপাশি ইন্দ্রজিৎবাবুর বক্তব্য, ‘দুর্গা প্রতিমা হোক সনাতনী স্টাইলে। প্যান্ডেল হোক থিম কেন্দ্রিক।’

এদিকে কেন থিম পুজোর সংখ্যা ক্রমেই কমছে সে ব্যাপারে সামান্য কিছু তথ্য সামনে আনলেন শিল্পী সৌমেন পাল। সৌমেনবাবুর বক্তব্য, থিম পুজোর ঝক্কি অনেক। অর্থ খরচের দিক দিয়ে সবই এক। তবে থিম পুজোর সমস্যা হল, বিশেষ কোনও একটি ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তৈরি হয় প্যান্ডেল এবং প্যান্ডেল তৈরিতে হঠাৎ কোনও একটি জিনিস আবশ্যিক হয়ে পড়তেই পারে। আর তা বাজারে সহজে না মিললে অনেক বেশি টাকা খরচ করেই তা কিনতে হয়। সেখানেও খরচ হঠাৎ-ই কিছুটা বেড়ে যায়। এদিকে থিমের প্যান্ডেলের কাজ পুজো শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত থাকে। সেখানে প্রয়োজন হয় লোকবলের। পুজো যত এগিয়ে আসতে থাকে ততই যেমন প্যান্ডেল তৈরি উপকরণের দাম বাড়া তেমনই আকাল পড়ে শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রেও। ফলে এটাও একটা বড় সমস্যা উদ্যোক্তাদের কাছে। এই ধরনের ঝক্কি এড়িয়ে চলতে চান বেশির ভাগে পুজো উদ্যোক্তাই। আর সবথেকে বড় কথা হল, কলকাতা শহরের বিগ বাজেটের পুজো বা হেভিওয়েটদের পুজোর প্রতিমা হয় একেবারে সনতনী স্টাইলেই। তারও একটা বড় প্রভাব পড়েছে অন্য পুজো উদ্যোক্তাদের ওপর। সেই কারণে থিম আবদ্ধ থাকছে প্যান্ডেলেই, আর প্রতিমায় ফিরেছে সেই সনাতনী ধারা।

রাতে ডাকায় ঘুমে ব্যাঘাত, আয়ার ‘মারধর’ রাতভর, বৃদ্ধা রোগীর মৃত্যু!

ফুটেজ দেখে চোখ কপালে মৃতের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুমূর্ষু রোগী। যাঁর ওঠা-হাঁটার ক্ষমতা নেই। রোগ শয্যায় অসহায়, তাঁকেই কি না মারধর!

অপরাধ, বাথরুমে যাওয়ার জন্য বারবার ডাকাডাকি করেছিলেন আয়াকে। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাইট ডিউটিতে থাকা আয়ার। কাঁচা ঘুম ভাঙার রোষ গিয়ে পড়ে রোগিনীর ওপর। শুরু হয় মারধর। যা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। অভিযোগ, সেই মারধরে মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। মৃতার নাম কলা মিশ্র। ঘটনাটি ঘটেছে বাগুইআটির একটি আবাসনে। পুলিশ সূত্রে খবর, কলা মিশ্র নামে বছর সত্তরের ওই মহিলা বাগুইআটির ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকালে ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় বৃদ্ধার দেহ।

এদিকে অসুস্থ মানুষটির মৃত্যু নিয়ে পরিবারের কেউ সন্দেহ করেননি প্রথম দিকে। ফলে প্রথমে এই ঘটনাকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবেই ধরেই নিয়েছিলেন তাঁরা। এমনকী বৃদ্ধার শেষকৃত্যও সম্পন্ন করেন। সূত্রের খবর, পরে ঘরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে সামনে আসে আসে ঘটনা। যা দেখে তাঁরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা জানান, দীর্ঘ সাত বছর ধরে বৃদ্ধা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন তিনি। তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য দু’জন আয়া রাখা ছিল।

১১ তারিখ সকালে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফ্ল্যাটে আসেন আত্মীয় পরিজনরা। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। এরপরই পরিবারের লোকজন ১৯ তারিখ ওই বৃদ্ধার ঘরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেন। তখনই সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, ওই মহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত আয়া ১০ তারিখ প্রায় সারা রাত ধরে অত্যাচার করে বয়স্কা মহিলার ওপর। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয় বাগুইহাটি থানায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সোফিয়া খাতুন নামে ওই আয়াকে গ্রেপ্তার করে। বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি জানান, জেরায় ধৃত স্বীকার করেছে, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার জন্যই বৃদ্ধাকে মারধর করেছিলেন।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
Corrigendum
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-03 of 2023-24 (2nd call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 3 nos 300mm x 200mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at Zone-C,E,F within Basirhat Municipality Under AMRUT (Ph-I) e-Tender Closing Date:**30-Sep-2023 04:00 PM** and Bid Opening Date: **03-Oct-2023 09:00 AM**. For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 12/2023-24 & 13/2023-24
Memo No: 130(8)/MGP/2023 & 131 (8)/MGP/2023, Date: 22.09.2023
Publishing Date & Submission Start Date: **23.09.2023 from 05.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **30.09.2023 up to 05.00 PM**
Bid Opening Date: **03.10.2023 after 11.00 AM** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q.No.:UKM/004(e)/2023-24 dt.23-09-2023
1.Supply, delivery, installation, testing & commissioning of defective VRLA, SMF 12V, 100 amp battery with replacement and calibration of pH sensors along with software, hardware maintenance of Data server as per B.O.Q. attached at 10.84 MLD WTP, Babughat under Uttarpara-Kotrung Municipality.Bid Submission Closing Date – **04/10/2023 up to 5:00 pm**. For Details:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 11/2023-24
Memo No: 129(8)/MGP/2023, Date: 22.09.2023
Publishing Date & Submission Start Date: **23.09.2023 from 05.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **07.10.2023 up to 05.00 AM**
Bid Opening Date: **10.10.2023 after 11.00 AM** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman
Notice Inviting Tender
Tender are invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for different development works vide **NIT No.: 01/15th FC/AGP to 14/15th FC/AGP, Date: 21.09.2023.** Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **29.09.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening: **29.09.2023 at 02:00 PM.** Which details will be available from the office of the undersigned during office hours.
Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender hereby against 1) **NIT NO. 05/2023-24, Dated- 21/09/2023, Fund – 15th F.C. (Un-Tied), SL. No. 01 and 02,** 2) **NIT NO. 06/2023-24, Dated- 21/09/2023, Fund – 15th F.C. (Tied), SL. No. 01 and 02,** for different works under Jaleswar-II Gram Panchayat. Last Date of Application- **21/09/2023 upto 6 P.M.** Last date of Submission of Tender document– **30/09/2023 upto 6 P.M.** Details information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.
Sd/- Prodhan
Jaleswar-II G.P.
Gaighata Dev. Block
North 24 Parganas

Simlapal Gram Panchayat
P.O.- Simlapal, Dist.- Bankura
NIT No.: 03/SGP/2023-24 and vide Memo No.: Sim/155, Date: 21.09.2023 NIT No.: 04/SGP/2023-24 and vide Memo No.: Sim/159, Date: 22.09.2023 It is here invited e-Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for 06 no works (Last date of dropping **06.10.2023 at 05:00 PM)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. :UKM/017(e)/2023-24 Date 09.09.2023
Ref. ID:- 2023_MAD_566621_1 (SL-01), Ref. ID:-2023_MAD_566629_1(SL-02), Ref. ID:- 2023_MAD_566633_1 (SL-03), Ref. ID:- 2023_MAD_566639_1 (SL-04).Date & Other Corrigendum published. For Details: - wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/021(e)/2023-24 dt 23.09.2023
1.Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at T.N. Mukherjee road off shoot near Kundan Singh House in ward no. 21. **2.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Duttapara Lane near Durga Bari in ward no. 13. **3.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Rabindranagar near Late Ranjit Gayen House in ward no. 06. **4.**Electrical and Mechanical installation for deep tube well pumping station at Kotrung Trenching Ground in ward no. 03. Bid Submission Closing Date – 04.10.2023. For Details: - wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, U.K. Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- DAKSHINGRAM SABITRI DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 06/BANNYESWAR GP/23-24, DATE:- 23.09.2023,
The last date for online submission of all tender is **29/09/2023 up to 18:00 hours**
For details please visit website **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **Memo No.: i) 420/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 01, Date: 22.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_575804_1 to 2. ii) 421/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 02, Date: 23.09.2023. Tender ID: 1) 2023_ZPHD_576724_1 to 5 & iii) 422/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 03, Date: 23.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_576845_1 to 2.** Bid Submission Start Date (Online): **22.09.2023 at 10:00 AM (For NIT-1) & 23.09.2023 at 02:00 PM (For NIT-2 & 3).** Bid Submission Closing Date (Online): **29.09.2023 at 10:00 AM (For NIT-1) & 03.10.2023 up to 11:00 AM (For NIT-2 & 3).** Bid Opening Date (Technical): **05.10.2023 (For NIT-1) & 05.10.2023 at 11:00 AM (For NIT-2 & 3).** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

ভাটপাড়ার বিধায়কের নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা চাওয়ার অভিযোগ

চলতি মাসের ১২ তারিখে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিংয়ের নামে কেউ ফেসবুকে একটা ফেক অ্যাকাউন্ট খোলেন। এক অতি পরিচিত ব্যক্তি তা দেখে বিধায়ককে জানান। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর বিধায়ক জগদ্দল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিংয়ের নামে ফেসবুকে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এসএমএস করে টাকা চাওয়া হচ্ছে। এমনকী থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও ওই ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সচল রয়েছে।

জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১২ তারিখে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিংয়ের নামে কেউ ফেসবুকে একটা ফেক অ্যাকাউন্ট খোলেন। এক অতি পরিচিত ব্যক্তি তা দেখে বিধায়ককে জানান। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর বিধায়ক জগদ্দল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক পবন কুমার সিং ক্ষোভের সঙ্গে জানান, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর ১০ দিন কেটে গিয়েছে। অথচ তাঁর নামে বানানো সেই ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখনও বন্ধ হয়নি। স্বভাবতই তিনি সোশ্যাল মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে মানুষজনকে সতর্ক করছেন। ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ তাঁর নাম করে টাকা চাইলে, তা দিতে নিষেধ করেছেন ভাটপাড়ার বিধায়ক।

পাকিস্তানের ‘সিংহাসন’ কেড়ে নিল ভারত, বিশ্বকাপের আগে ‘বিশ্বসেরা’ টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহালি এশিয়া কাপ শুরুর আগে ও চলাকালীন বারবার পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমকে বলতে শোনা গিয়েছিল আমরা বিশ্বের এক নম্বর দল। কিন্তু এশিয়া কাপ থেকে খালি হাতে ফিরতেই ‘সিংহাসন’ টলমল হয়ে গিয়েছিল বাবর আজমদের। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াক পরপর ৩ ম্যাচে হার ও ভারতের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হারের ফলে কোনওরকম আইসিসি ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল পাক দল। তবে ভারতের তা দখল করা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। অবশেষে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ওডিআইতে হারাতেই আইসিসি ওডিআই র‌্যাঅঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করল টিম ইন্ডিয়া। শুধু তাই নয় , এর আগে টেস্ট ও টি-২০-তে আগেই এক নম্বরে ছিল ভারত। এদিন ওডিআইতে শীর্ষে পৌছে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই এক নম্বর হয়ে নয়া নজির তৈরি করল টিম ইন্ডিয়া।

এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করার পরই পাকিস্তানের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল ভারত। এশিয়া কাপের ফাইনালের পর ১১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বাবর আজমরা। একই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ভারত। ১১৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ছিল অজিরা। ভারতের কাছে পরিষ্কার হিসেবে ছিল যে মোহালিতে জিততে পারলেই বিশ্বকাপে আগেই বিশ্বসেরা দল হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবার মোহালিতে ব্যাটে-বলে দুরন্ত পারফর্ম করে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিততেই এক নম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করল মেন ইন ব্লুজ। বর্তমানে আইসিসির পয়েন্ট টেবিলে ১১৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বর দল ভারত। ১১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। ১১১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের আরও কোনও ম্যাচ নেই। ফলে খে লে বিশ্বকাপের আগে আর ভারতকে টপকাতে পারবেন না পাকিস্তান। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত হারলেই ফের একে উঠে আসবে বাবরা। কিন্তু ভারত যদি ৩-০ ব্যবধানে অজিদের হারাতে পারে তাহলে ব্যবধানে অনেকটাই পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে দেবে।

একসঙ্গে কেন খেলতে পারবেন না শামি-বুমরাহ-সিরাজ? উঠে এল চমকে দেওয়া তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়াকে সাফল্য পেতে গেলে কেমন বোলিং লাইনআপ হওয়া উচিত? মহম্মদ শামি, জশপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজকে কি আদৌ একসঙ্গে খেলানো যাবে? এই ইস্যু নিয়ে ক্রিকেট পণ্ডিতরা একাধিক তত্ব তুলে ধরেছেন।

যদিও ভারতের প্রাক্তন ওপেনার আকাশ চোপড়া মনে করেন দলে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একসঙ্গে তিন জোরে বোলারকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় আট নম্বরে একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে চাইছেন।

আকাশ চোপড়া নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে বলেছেন, তমোহালির ফ্ল্যাট পিচে শামি নিজেকে ফের তুলে ধরল। এমন পিচে ৫১ রানে ৫ উইকেট নেওয়া মুখের কথা নয়। যে বলে স্টিভ স্মিথকে আউট করেছে সেটা অনবদ্য। তবুও আমার মনে হয় তিন পেসারের মধ্যে যে কোনও দু’জনকে খেলানো যাবে। এরমধ্যে জশপ্রীত বুমরাহ অটোমেটিক চয়েস। এশিয়া কাপের ফাইনালে আগুন ঝরানোর পর মহম্মদ সিরাজকে বসিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে রইল বাকি শামি। এই মুহূর্তে টিম ম্যানেজমেন্টের যা মানসিকতা তাতে আট নম্বরে একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার নিয়ে ভারত মাঠে নামতে চায়। সেক্ষেত্রে শামির বাইরে থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

এখানেই থেমে না থেকে আকাশ ফের যোগ করেছেন, ত্ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রথম পছন্দ শামি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আট নম্বরে এমন একজনকে চাইছে যার ব্যাটের হাত ভালো। সেক্ষেত্রে শার্দুল ঠাকুর এগিয়ে থাকবে। স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবের সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বিন কিংবা অক্ষর প্যাটেলের খেলার সম্ভাবনা প্রবল।

স্টোকস, আর্চারদের ধরে রাখতে নতুন পদক্ষেপ ইসিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: অর্থের ঝনঝনানি বেশি হওয়ায় অনেক ক্রিকেটারই এখ ন জাতীয় দলের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ক্রিকেটপ্রেমীরাও মজেছেন এই লিগগুলোর উন্মাদনায়।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তাই অচিরেই ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও খে লোয়াড়দের ‘পূর্ণ মালিকানা’ চেয়ে বসতে পারে বলে দাবি করেছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল ও দ্য টাইমস এবং ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি যে অমূলক ছিল না, সেটা গত মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অ্যালেক্স হেলসের অবসরে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগে দাপিয়ে বেড়াতে ইংল্যান্ড দলকে বিদায় বলে দেন হেলস।

অর্থের ঝনঝনানি বেশি হওয়ায় অনেক ক্রিকেটারই এখন জাতীয় দলের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ক্রিকেটপ্রেমীরাও মজেছেন এই লিগগুলোর উন্মাদনায়।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তাই অচিরেই ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও খে লোয়াড়দের ‘পূর্ণ মালিকানা’ চেয়ে বসতে পারে বলে দাবি করেছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল ও দ্য টাইমস এবং ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি যে অমূলক ছিল না, সেটা গত মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অ্যালেক্স হেলসের অবসরে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগে দাপিয়ে বেড়াতে ইংল্যান্ড দলকে বিদায় বলে দেন হেলস। জনি বেয়ারস্টোকে দুই বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর এক বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাঁদের, যাঁরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতে খেলেন না। যেমন স্পিনার জ্যাক লিচ। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আরও দীর্ঘায়িত করতে ৪১ বছর বয়সী জিমি অ্যান্ডারসনকেও চুক্তির মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ক্রিকইনফো আরও জানিয়েছে, সম্ভবত ফাস্ট বোলারদের সুরক্ষিত রাখতেই একাধিক বছরের চুক্তির পথে হাঁটতে যাচ্ছে ইসিবি। আর্চারের মতো দুই তরুণ ফাস্ট বোলার জশ টাং ও গাস অ্যাটকিনসনকেও তিন বছরের চুক্তির আওতায় আনা হবে।

এ বছর আইপিএল শুরুর আগে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মালিকানাধীন আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি এমআই কেপটাউনের হয়ে খেলতে গিয়ে নতুন করে চোটে পড়েন আর্চার। সেই চোট বড্ড ভুগিয়েছে তাঁকে। কনুইয়ের চোটে পড়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকায় ইংল্যান্ডের ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দলেও জায়গা হয়নি তাঁর। তবে রাখা হয়েছে রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায়।

ইংলিশ ক্রিকেটাররা নতুন প্রস্তাবিত চুক্তিতে রাজি হবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মৌলিক পারিশ্রমিকের ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। তবে যাঁদের একাধিক বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা বোর্ডের কাছে চুক্তির মেয়াদ কমাতে ও তাঁদের প্রতি আরেকটু নমনীয় হওয়ার অনুরোধ জানাতে পারেন। আগামী অক্টোবর থেকে নতুন চুক্তি কার্যকর হবে। ইসিবির নতুন পদক্ষেপের ব্যাপারে দুই বছরের চুক্তির প্রস্তাব পাওয়া বেন ডাকেট বলেছেন, ‘এটা অবশ্যই নেতিবাচক নয়। আপনাকে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দেবে। তারা (ইসিবি) যে প্রস্তাব দিয়েছে, আমার কাছে তা দারুণ ব্যাপার। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চাওয়া ক্রিকেটারদের জন্য এটা যথাযথ পদক্ষেপ। আমার প্রধান কাজ হলো দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা। এটা আসলে ঠিক চুক্তি নয়, এটা বোনাস।’

তহবিলে আরও ৩৪ লাখ পাউন্ড (৪৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা) যোগ হয়েছে বলেই খেলোয়াড়দের নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিতে পেরেছে ইসিবি। এই অর্থ পারফরম্যান্স রেটিং পয়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত ২৬ ক্রিকেটারকে দেওয়া হবে।

ওডিআই বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণা আইসিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার আইসিসির পক্ষ থেকে এই মেগা ইভেন্টের প্রাইজমানি ঘোষণা করা হয়েছে। অক্টোবর-নভেম্বর জুড়ে হবে ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১০টি দল। ভারতের ১০টি শহরে খেলবে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া মোট ১০টি দল। এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপে মোট ১ কোটি মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার থাকছে। কোনও দলই এই টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতে দেশে ফিরবে না।

ভারতীয় মুদ্রায় ওডিআই বিশ্বকাপের মোট প্রাইজমানি ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নরা পাবে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় তা দাঁড়াবে ৩৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ১৯ নভেম্বর হবে আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল। এই টুর্নামেন্টের রানার্সরা পাবে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় তা হবে ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

অবশ্য বিশ্বকাপের আসর থেকে খালি হাতে ফিরবে না কোনও দলকে। কারণ নকআউটে উঠতে না পারা প্রতিটি দল পাবে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার করে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৮৩ লক্ষ ১০ হাজার ৫০০ টাকা। আর গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ের জন্য যে কোনও টিম পাবে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ৩৩ লক্ষ ২৪ হাজার ২০০ টাকা। এ ছাড়া সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দল দুটি পাবে ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার করে। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার সমান। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মেয়েদের যে আইসিসি বিশ্বকাপ

এশিয়ান গেমস টেবল টেনিসে শেষ-১৬য় হরমীতরা, জয় সুতীর্থাদেরও

হানঝাউ: ১৯তম এশিয়ান গেমসের শুভ উদ্বোধন আজ, শনিবার। অবশ্য এশিয়াডের টিম ইভেন্টগুলি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। টিটিতে একের পর এক ম্যাচ জিতে পদকের প্রত্যাশা বাড়াচ্ছেন ভারতীয় প্যাডলাররা। আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর টেবল টেনিসে পুরুষ ও মহিলাদের দলগত ম্যাচ ছিল। দিনের শুরুতে সুতীর্থা-ঐহিকারা নেপালকে দাপটের সঙ্গে হারিয়েছে। পুরুষদের দলগত ম্যাচে হরমীত-মানবরা হারিয়েছেন তাজাকিস্তানকে।

চলতি এশিয়ান গেমসে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ভারতীয় টেনিস তারকারা। এশিয়াড টিটিতে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল একের পর এক ম্যাচ জিতে এগিয়ে চলেছে। একদিকে পুরুষদের দলগত ইভেন্টের শেষ-১৬-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। পাশাপাশি ভারতের মহিলা টিটি টিমও পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছে।

গ্রুপ-এফ এর ম্যাচে ভারতের মহিলা টিটি প্লেয়াররা স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন নেপালকে। ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। ভারতীয় মহিলা দলের হয়ে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন দিয়া পরাগ চিতালে এবং নেপালের সিক্কা শ্রেষ্ঠা। মাত্র ১৩ মিনিটে শ্রেষ্ঠাকে ১১-১, ১১-৬ ও ১১-৮ ব্যবধানে হারান দিয়া। তিনি শুরুটা ভালো করার পর ছন্দ হারাননি ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ও। মেয়েদের টিটিতে দ্বিতীয় ম্যাচে নবিতা শ্রেষ্ঠাকে ১১-৩, ১১-৭ ও ১১-২ ব্যবধানে হারান ঐহিকা। পরপর ২টো ম্যাচ জিতে দারুণ জায়গায় পৌঁছে যায় ভারত। তৃতীয় রাউন্ডে ইভানা থাপা মাগারকে দাপটের সঙ্গে হারান সুতীর্থা। ম্যাচের ফল ১১-১, ১১-৫, ১১-২ সুতীর্থার পক্ষে। এর আগে মেয়েদের টিটিতে প্রথম ম্যাচে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল ভারত।

ওই ম্যাচে শেষ অবধি সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জেতে ভারতের মহিলা প্যাডলাররা। গ্রুপ-এফ এ ভারতীয় পুরুষ দল আজ নেমেছিল তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ৩-০ ব্যবধানে জিতেছেন হরমীতরা। ভারতীয় পুরুষ টিটি টিমের হয়ে প্রথম ম্যাচে নামেন মানব বিকাশ ঠক্কর ও আফজালখান মাহমুদভ। প্রথম গেমের শুরুটা ভালো করেন মানব। অবশ্য ভালো লড়াই করেন আফজালখান। শেষ অবধি ৮ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১১-৮ ব্যবধানে প্রথম গেম জেতেন মানব। এরপর দ্বিতীয় গেম চার মিনিটের বের করেন মানব। তিনি জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। তৃতীয় গেমে আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় মানব ও আফজালখ ানের। একসময় তৃতীয় গেমের স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৭-৭। শেষ অবধি ১১-৮ ব্যবধানে তৃতীয় গেম জিতে ভারতকে তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে এগিয়ে দেন মানব। পুরুষদের টিটিতে দ্বিতীয় ম্যাচে মানুশ উৎপলভাই শাহ হারান উবায়দুল্লো সুলতানভেকে। টানটান ওই ম্যাচে একসময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৯-৯। শেষ অবধি মানুশ প্রথম গেম জেতেন ১৩-১১ ব্যবধানে। এরপর দ্বিতীয় গেমে মানুশ জেতেন ১১-৮ এবং তৃতীয় ও শেষ গেমে তিনি জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। এরপর তৃতীয় ম্যাচে হরমীত দেশাই নামেন ইব্রোখিম ইসমাইলজোডার বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রথম গেম টেকে ৬ মিনিট। তাতে হরমীত দাপটের সঙ্গে জেতেন ১১-৩ ব্যবধানে।

৪ মিনিটে দ্বিতীয় গেম ১১-৩ ব্যবধানে জিতে নেন ভারতীয় তারকা টেনিস তারকা। এরপর তৃতীয় গেম শেষ হয় ৪ মিনিটে, তাতে হরমীত জেতেন ১১-৫ ব্যবধানে। মানব, মানুশ ও হরমীত পরপর তিন ম্যাচ জেতায় জি সাথিয়ান ও শরথ কমলকে আর নামতে হয়নি। ভারতীয় পুরুষ টিটি দল এশিয়ান গেমসের শেষ ১৬-তে পৌঁছে গিয়েছে।

রোনাল্ডোর বিস্ফোরণ, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে আল আহলিকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে ফিরল আল নাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স তাঁর কাছে নেহাৎ-ই সংখ্যা মাত্র। ৩৮ পেরিয়েও তিনি টগবগ করে ফুটছেন। গোলের খিদে কমেনি এতটুকু। এখনও একের পর এক ম্যাচ জিতিয়ে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার ফের একবার চেনা ছন্দে পাওয়া গেল সিআরসেভেনকে। আল আহলি সৌদির বিরুদ্ধে রোনাল্ডোর জোড়া গোলে ভর করেই ৩-৪ জয় ছিনিয়ে নিল আল নাসের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আল আহলি সৌদি ম্যাচে সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তবে সাত গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ হেরেই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয় রবার্তো ফির্মিনোদের।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল রোনাল্ডো। তিনি ম্যাচের একেবারে শুরুতেই, চার মিনিটের মাথায় প্রথম গোলের মুখ খোলেন। সাদিও মানের বাড়ানো বলে বাঁ-পায়ে সুন্দর প্লেসিং। রোনাল্ডোর গোলে ১-০ এগিয়ে যায় রিয়াদের ক্লাবটি। তবে দর্শকরা এক ধরনের ধোঁয়া ছেড়েছিলেন, তাতে নাকি এই শট ঠিকঠাক দেখতে পারেননি আল আহলির গোলকিপার এদুয়া মেন্দি। এমনকি দর্শকেরা নিজেরাও সম্ভবত উপভোগ করতে পারেননি রোনাল্ডোর দুরন্ত গোলটি।

রোনাল্ডোর গোলের ১৩ মিনিটের মধ্যেই ২-০ করে ফেলে আল নাসের। ম্যাচের ১৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান অ্যান্ডারসন তালিস্কা। তবে ২-০ পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি আল আহলি। ম্যাচের আধ ঘণ্টা পার হতে না হতেই ১-২ করে ফেলে আল আহলি। ৩১ মিনিটে এক গোল শোধ করেন ফ্র্যাঙ্ক কেসি। তবে বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগে ফের ব্যবধান বাড়ান তালিস্কা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ইনজুরি টাইমের ষষ্ঠ মিনিটে দুরন্ত শটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ৩-১ লিড নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে আল নাসের। তবে বিরতি থেকে ফিরেই পেনাল্টি থেকে গোল করে আল আহলিকে ম্যাচে ফেরান রিয়াদ মাহরেজ। আসলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে যায় আল আহলি। যে পেনাল্টি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। ম্যাচের ৫০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি মাহরেজ।

ম্যাচ জমে উঠতেই ফের ধাক্কা খ ায় আল আহলি। মাহরেজের গোলের ২ মিনিটের মধ্যে আল নাসেরকে ৪-২ এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। নিজের দ্বিতীয় গোলের পাশাপাশি দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করে বিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন পর্তুগীজ তারকা। এর পরও অবশ্য গোলের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে আল আহলি। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৮৭ মিনিটে ফেরাস আলব্রিকান ব্যবধান কমালেও, ম্যাচে আর সমতা ফেরাতে পারেনি আল আহলি। ৪-৩ জিতেই মাঠ ছাড়ে আল নাসের। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ম্যাচে জয় পেল আল নাসের। তবে প্রথম দুই ম্যাচে হার দিয়ে সৌদি প্রো লিগের অভিযান শুরু করেছিল তারা। সেই দুই ম্যাচের প্রথমটিতে চোটের কারণে খেলতে পারেননি রোনাল্ডো। দ্বিতীয় ম্যাচে খেললেও, আধা ফিট রোনাল্ডো কোনও গোল করতে পারেননি। তার পরেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয়েছিল তীব্র সমালোচনা। কিন্তু ফিট হতেই ফের পুরনো ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে পর্তুগীজ তারকাকে। সেই সঙ্গে জ্বলে উঠেছে আল নাসেরও।

সাত ম্যাচে আল নাসেরের পয়েন্ট এখন ১৫। আল আহলিরও তাই। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে আল নাসের রয়েছে পাঁচে। ছয়ে রয়েছে আল আহলি। লিগ শীর্ষে রয়েছে করিম বেঞ্জেমাদের আল ইত্তিহাদ।

সুপার সিক্সে জয়ের হ্যাটট্রিক, লিগ জয়ের দৌড়ে এগিয়ে গেল মহামেডান স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের সুপার সিক্সে টানা তিন ম্যাচে জয় পেল মহামেডান স্পোর্টিং। জয়ের এই হ্যাটট্রিকের ফলে সাদা-কালো শিবির অনেকটাই এগিয়ে গেল লিগে। শনিবার মহামেডান স্পোর্টিং ২-১ গোলে হারাল ভবনীপুরকে।

এদিন ১৭ মিনিটে ডেভিড গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন মহামেডান স্পোর্টিংকে। সাদা-কালো শিবির অবশ্য বেশিক্ষণ গোল ধরে রাখতে পারেনি। জীতেন মুর্মু সমতা ফেরান ভবানীপুরের হয়ে। খেলার বয়স তখন ৩২ মিনিট। বিরতির পরে সাদা-কালো শিবির ফের গোল করে এগিয়ে যায়। এযাত্রাতেও গোলটি করেন ডেভিড। কলকাতা লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছেন ডেভিড। ৬৩ মিনিটে রেমসাঙ্গার ক্রস থেকে ডেভিড ব্যবধান বাড়ান মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে। এর পরে আর সমতা ফেরাতে পারেনি ভবানীপুর। এদিন সুপার সিক্সে প্রথম ম্যাচ ছিল ভবানীপুর ক্লাবের। দারুণ ছন্দে থাকা মহামেডান আগের ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল চেরনিশভের ছেলেরা। এদিকে সুপার সিক্সের অপর ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার ৩-০ গোলে হারাল খিদিরপরকে। ডায়মন্ড হারবারের রাহুল পাসোয়ান হ্যাটট্রিক করেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**